বিজ্ঞাপন।

ভারতেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজ্যকালের পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হইতে চলিল, ইহা অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি হইতে পারে! ইংলণ্ডের এমন কি পৃথিবীর অতি অল্প রাজার অদৃষ্টেই এরূপ সুদীর্ঘ কাল রাজত্বভোগ ঘটিয়াছে। এজন্য তাঁহার ভক্তিমান্ প্রজামাত্রেরই তদুপলক্ষে আনন্দ প্রকাশ করা উচিত। আমরা অতি দরিদ্র, আমাদের এমন অর্থবল নাই যে মনে যে আনন্দের পূর্ণ উচ্ছ্বাস উত্থিত হইতেছে, তাহা প্রকাশ করিয়া তৃপ্তিলাভ করি। ক্ষমতার মধ্যে যাহা হইতে পারে, তাহারই পরিচয়স্বরূপ মহারাণীর পবিত্র জীবনচরিত যাহাতে বঙ্গের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার গোচর হইতে পারে, তাহারই জন্য এই গ্রন্থখানি মুদ্রিত করিয়া জনসাধারণকে উপহার দিলাম।

১৩ নং জোড়াবাগান ষ্ট্রীট
কলিকাতা।
১৫ই জানুয়ারী ১৮৮৭।

শ্রীপ্রসাদকুমার মুখোপাধ্যায়
প্রকাশক।

প্রকাশক—শ্রীপ্রসাদকুমার মুখোপাধ্যায়,
১৩নং জোড়াবাগান ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।
প্রিণ্টার—শ্রীক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়,
৫৬নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।
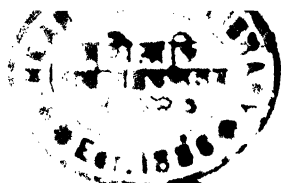
ভারতেশ্বরী
ভিক্‌টোরিয়া।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

জন্ম।

প্রিয় পাঠক পাঠিকাগণ! আমরা যে দয়াবতী ভারত-রাজরাজেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজ্যে বাস করিতেছি, যাঁহার পরদুঃখ-কাতরতায় আমারা দুর্দ্দান্ত যবন রাজগণের অত্যাচার-ভয়-বিমুক্ত হইয়া নিরুপদ্রবে স্ত্রী পুত্র কন্যা লইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছি, যিনি আমাদিগকে অজ্ঞানান্ধকার হইতে উদ্ধার করিয়া দিব্য জ্ঞানচক্ষু প্রদান করিয়াছেন, আমাদিগের পূর্ব্ব-পুরুষগণের অলৌকিক কীর্ত্তিকলাপ দেখিয়া এবং তাঁহাদের পূর্ব্বগৌরব স্মরণ করিয়া আমরা আপনারা আপনাদিগকে চিনিতে পারিয়াছি, যিনি আমাদিগের পরম-মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী, যাঁহার অপক্ষপাতি-শাসন-গুণে ভিক্ষাজীবী দরিদ্র ও অতুল ঐশ্বর্য্যশালী রাজা, মহারাজ, ধনী, মহাজন, বিচারালয়ে, রাজ-

পথে, সর্ব্বত্র সমান, সেই ভদ্রাভদ্র ধনী দরিদ্রের একমাত্র আশ্রয় মহারাণী ভিক্টোরিয়া ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের ২৪শে মে ইংলণ্ডের রাজধানী লণ্ডন নগরের কেন্সিংটন প্রাসাদে ভূমিষ্ঠা হয়েন।

এই সময়ে তাঁহার পিতা কেণ্টের ডিউক রাজকুমার এডওয়ার্ডের অবস্থা বড় ভাল ছিল না। ইংলণ্ডের প্রথিতনামা রাজা তৃতীয় জর্জের পুত্র হইয়াও তিনি জটিল ঋণজালে জড়িত এবং পিতা ও অগ্রজের অনুগ্রহে বঞ্চিত, তজ্জন্য প্রভূত মনঃকষ্ট, সুতরাং নানাপ্রকারে তাঁহার সংসারসুখের মহান্ অপচয় হইয়াছিল। তিনি বাল্যকালে বিদ্যাভ্যাস করিবার জন্য উপযুক্ত অর্থ প্রাপ্ত হয়েন নাই, রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া যখন জিব্রণ্টারে অবস্থিতি করেন তখনও রাজকোষ হইতে যাহাতে তাঁহার আবশ্যক ব্যয় নির্ব্বাহ হয় এরূপ অর্থ দিবার ব্যবস্থা করা হয় নাই, যখন তিনি আমেরিকার কেনেডা প্রদেশে প্রেরিত হয়েন তত্রত্য কয়েকটী ভীষণ সমরক্ষেত্রে তিনি যেরূপ প্রভূত শৌর্য্য প্রকাশ করিয়া প্রকৃত বীরপুরুষের ন্যায় কার্য্য করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য ইংলণ্ডের ও আয়র্লণ্ডের কমন্সসভা কর্ত্তৃক ভূরি ভূরি প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার পিতাও অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে জিব্রাণ্টরের ঋণ পরিশোধ করিবার ব্যবস্থা করিবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা প্রতিপালিত হয় নাই। তাহার পর তিনি ইংলণ্ডে প্রত্যাগত হইয়া অনেক বার অনেক রকমে আপনার অবস্থার কথা জানাইয়া যাহাতে তিনি ঋণভার হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন এরূপ ব্যবস্থা করিবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন; কিন্তু কিছুতেই

কিছু হয় নাই। বারংবার চেষ্টা করিয়াও যখন তাঁহার মনো-ভীষ্ট পূর্ণ হইল না দেখিলেন তখন তিনি আপনার বার্ষিক বৃত্তি ভিন্ন ঋণপরিশোধের অন্য উপায় নাই দেখিয়া আপনার খরচ কমাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এইরূপে এক বৎসর অতি-বাহিত হইলে পূর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার দেনা কম হইতে লাগিল বটে, কিন্তু রাজপুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়া এরূপ কষ্টে ইংলণ্ডে অবস্থিতি করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। এজন্য তিনি জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া ব্রসেল্‌স নগরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

এই স্থানে থাকিবার কালেই তিনি আমাদিগের ক্ষণজন্মা মহারাণীর মাতাকে বিবাহ করেন এবং সাক্‌সিকোবর্গ-প্রদেশের "অমরবচ" প্রাসাদে অবস্থিতি করেন। এই খানে থাকিতে থাকিতেই মহারাণীর মাতা গর্ভধারণ করেন। অগ্রজগণের নিরপত্যতা হেতু মহারাণীর পিতা ডিউক মহাশয় ঐকান্তিকী কামনা করিতেন যে তাঁহারই অপত্য ভবিষ্যতে ব্রিটেন-রাজ্যের সিংহাসন অধিকার করিবেন। পবিত্রমনা ডিউক মহোদয়ের সেই কামনা ঈশ্বর ফলবতী করিয়াছিলেন।

ইংলণ্ডের রাজপরিবারমধ্যে রীতি এই যে, রাজবংশসম্ভূত হইলেই যে সিংহাসনে বসিবার অধিকার পাইবেন এমন নহে, রাজবংশসম্ভূত এবং ইংলণ্ড-দেশ-সম্ভূত হওয়া চাই। এজন্য মহারাণীর পিতা তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে এই সময়ে জর্ম্মণি হইতে ইংলণ্ডে আনিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু সে চেষ্টা সহজে সফল হইল না। তিনি সস্ত্রীক জন্মভূমিতে যাইবার জন্য পাথেয় চাহিয়া পাঠাইলেন। হায় দুরদৃষ্ট!

তাঁহার এমন সম্বল ছিল না যে তদ্দ্বারা স্বেচ্ছামত স্বদেশে গমন করিতে পারেন। অগত্যা তাঁহাকে ইংলণ্ডের রাজদরবারের সাহায্যপ্রার্থী হইতে হইল; কিন্তু প্রার্থনা করিয়াও তাহা পূর্ণ হইল না। এই সময়ে তাঁহার পিতার শারীরিক অস্বাস্থ্য নিবন্ধন তদীয় জ্যেষ্ঠাগ্রজ যুবরাজ চতুর্থ জর্জ ইংলণ্ডের শাসনদণ্ড পরিচালিত করিতেছিলেন। অগ্রজের সাহায্য করা দূরে থাকুক বরং তিনি বিলক্ষণ বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, সৌভাগ্যের বিষয় যে, রাজপুত্র এডওয়ার্ডের কতকগুলি বিশ্বস্ত এবং অনুগত বন্ধু ইংলণ্ড হইতে তাঁহার পাথেয় প্রেরণ করেন। তাহাতেই তিনি আপন মনোরথ সফল করিবার পথ পাইয়াছিলেন। ঈশ্বর সুপ্রসন্ন থাকিলে মনুষ্যে হাজার শত্রুতা করিলে কিছুতেই কিছু করিতে পারে না। মহারাণীর পিতা বন্ধুগণের সাহায্যে নিরাপদে ইংলণ্ডে পঁহুছিয়া সস্ত্রীক লণ্ডন-নগরের কেন্সিংটন প্রাসাদে অবস্থিতি করিতে থাকেন।

১৮১৯ খৃষ্টাব্দের ২৯ শে জুন ইংলণ্ডীয়-প্রথানুসারে মহারাণীর জনক জননী কেন্সিংটন প্রাসাদের উপাসনামন্দিরে আপনাদিগের কন্যার কল্যাণ-কামনায় ঈশ্বরোপাসনা করেন। সেই উপাসনাকার্য্যে সলিসবরীর ধর্ম্মযাজক পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। মহারাণীর জন্মের পর তাঁহার পিতা আর ইংলণ্ড ছাড়িয়া অন্য স্থানে যাইতে ইচ্ছা করিলেন না, কিন্তু ঋণজাল হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে না পারিলেও ভাল দেখায় না, এই জন্য তিনি আপনার সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া কমন্সসভার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু নিষ্ঠুর সভা তাহাতে সম্মতি দিল না। অনেক বাদানুবাদ, অনেক আপত্তি

উত্থাপিত করা হইল, কিছুই কাজে আসিল না। তাঁহার প্রতি এরূপ ব্যবহার করায় যে কেবল অন্যায় হইয়াছিল একথা কে না স্বীকার করিবে?

এই সময়ে মহারাণীর জননী "ডচেশ কেণ্ট" মহোদয়ার শীতলতর প্রদেশে বাস করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয়, এজন্য "ডিউক কেণ্ট" মহাশয় তাঁহাকে ও কন্যাকে লইয়া ডিভনসায়র প্রদেশের সিডমাউথ নামক স্থানে যাত্রা করে। তথায় পঁহুছিয়া তাঁহারা "উলব্রুক" কুটীরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

যখন তাঁহারা ক্যান্সিংটন প্রাসাদে অবস্থিতি করেন, তখন মহারাণীর পিতা কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য তাঁহার কোন আত্মীয়কে বলিয়া পাঠান। তিনি আসিয়া আমাদিগের মহারাণীকে এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন যে, "রাজকুমারী ঈশ্বরের অনুগ্রহে সুস্থ থাকিয়া দিনে দিনে পরিবর্দ্ধিত হয়েন।" এই কথায় ডিউক মহাশয় আবেগপূর্ণ হৃদয়ে বলিয়াছিলেন যে, "শুধু উহাই প্রার্থনা করিবেন না, আমার কন্যা প্রভূত-প্রতিভা-শালিনী হইয়া আমার ন্যায় বিপদসঙ্কুলা না হয়; ঈশ্বরের নিকট আরও প্রার্থনা করুন, যেন তাঁহার আশীর্ব্বাদ নিশ্চল-ভাবে আমার কন্যার উপরি থাকিয়া ছায়ার ন্যায় তাহাকে সকল আপদ বিপদে আশ্রয় দান করে এবং ভবিষ্যতের প্রত্যেক দিন, প্রত্যেক মুহূর্ত্ত ঈশ্বর দ্বারা পরিরক্ষিত ও পরিচালিত হয়।"

এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বান্তর্যামী পিতা করুণাময় পরমেশ্বর কি তাঁহার এই ঐকান্তিকী প্রার্থনায় বধির হইয়াছিলেন?

ধর্ম্মাত্মা ডিউক মহোদয়ের প্রার্থনা কি ব্যর্থ হইয়াছিল? না,— ধার্ম্মিক পিতা মাতা কখন ঈশ্বরানুগ্রহে বঞ্চিত হয়েন না। ঈশ্বর যেন মহারাণীর পিতার এই সকল বিনম্রবাক্য অনুগ্রহের সহিত শ্রবণ করিয়াছিলেন। ধন্য তুমি কেণ্টের ডিউক মহামতি এডওয়ার্ড! সার্থক তোমার প্রার্থনা!! ধন্য তোমার মনুষ্য-জন্ম!!! ধন্য তোমার ঈশ্বরে ও ধর্ম্মে বিশ্বাস!!!! তোমার কন্যা এবং তৃতীয় জর্জ্জের কুলগৌরব-রূপা পৌত্রীকে আজি ঈশ্বর ভূমণ্ডলের তৃতীয়াংশের অধীশ্বরী করিয়াছেন। তাঁহার ভূয়সী কীর্ত্তি, দিগন্তব্যাপী যশঃসৌরভ, প্রদীপ্তিময়ী প্রতিভা, প্রবল পরাক্রম, অপ্রতিহত প্রভাব, অতুল ঐশ্বর্য্য. বিষয় বিভব এবং সুখসৌভাগ্য অনন্ত-বারিধি-পরিবেষ্টিতা পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত সকল দেশের অধিপতিগণের স্পৃহণীয় করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, ডিউক মহোদয় দারুণ অর্থ-কৃচ্ছ্রতা নিবন্ধন মনঃকষ্টে কালযাপন করিলেও কন্যারত্নলাভে সে দুঃখ বিস্মৃত হইয়াছিলেন।

১৮১৯ খৃষ্টাব্দের ২৪ শে ডিসেম্বর দিবসে মহারাণীর নাম-করণ হয়। "আলেক্‌জেণ্ড্রিয়া ভিক্টোরিয়া" এই ঘটনার পাঁচ দিন পরে কোন দুঃশীল বালক মৃগয়া করিবার জন্য মহারাণীর পিতার বাসভবনের নিকট বন্দুকে গুলি নিক্ষেপ করে। তৎ-কালে মহারাণী ধাত্রীক্রোড়ে অবস্থিতি করিতেছিলেন। বন্দুক-নিক্ষিপ্ত গুলি ঘরের জানালা ভেদ করিয়া তাঁহার মস্তকের নিকট দিয়া যায়। তৎক্ষণাৎ সেই বালক ধৃত হইয়া মহারাণীর পিতার নিকট আনীত হইল। বালক আপনার অপরাধ স্বীকার করিয়া ক্ষমা চাহিল এবং এরূপ বিপদজনক বিহার হইতে ভবি-

য্যতে প্রতিনিবৃত্ত থাকিতে প্রতিজ্ঞা করিলে রাজপুত্র তাহাকে অব্যাহতি দিলেন।

কি কুক্ষণেই ১৮২০ খৃষ্টাব্দ উপস্থিত হইল। এই দুর্বৎসর আসিবামাত্র মহারাণীর পিতা পীড়িত হইলেন। পীড়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। চিকিৎসকদিগের চিকিৎসা-কৌশল সমস্তই ব্যর্থ হইল। বৃহস্পতিবার দিন বৈকালে ভ্রমণান্তে বাটীতে আসিলে তাঁহার পীড়ার সঞ্চার হয়। বাহির হইতে বেড়াইয়া আসিয়া অপত্যস্নেহমুগ্ধ ডিউক মহোদয় সে দিন অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত কন্যার নিকট বসিয়া তাঁহার হস্তপদাদি সঞ্চালন ও মৃদুমধুর হাস্য দেখিতে দেখিতে অপার আনন্দ ভোগ করেন। সন্ধ্যাকালে তাঁহার সর্দ্দি হয়। ডাক্তার আসিয়া ঔষধ ব্যবস্থা করেন; কিন্তু তিনি মনে করিলেন রাত্রি-কালে সুনিদ্রা হইলেই সারিয়া যাইবে; এই মনে করিয়া ঔষধ খাইলেন না। পরদিন প্রাতেই জ্বর দেখা দিল। জ্বর ক্রমশই বাড়িতে লাগিল। তখন লণ্ডন হইতে রাজচিকিৎসক ডাক্তার "মেটন্‌কে" আনিতে পাঠান হইল। কিন্তু তিনি উপ-যুক্ত সময়ে আসিয়া পৌহছিতে পারিলেন না। রোগ কোন প্রতিকারই মানিল না। তাঁহার প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণী পীড়ার আরম্ভাবধি যার পর নাই উদ্বেগাকুলিত চিত্তে স্বামীর শয্যা-পার্শ্বে উপবিষ্টা থাকিয়া স্বয়ং তাঁহাকে ঔষধাদি সেবন করান; এক মুহূর্ত্তের জন্য শয্যা পরিত্যাগ না করিয়া প্রাণপণে তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করেন। পাঁচ দিন কাল কোথায় দিয়া কিরূপে কাটিয়া গিয়াছিল তাহা তাঁহার জ্ঞান ছিল না। ঐ কয়দিন আহারাদির কথা দূরে থাকুক, বস্ত্র পরিবর্ত্তন করাও ঘটে নাই।

কিন্তু নির্দ্দয় কাল কি মুমূর্ষুর আত্মীয়জনের কাতরতায় বা দুঃখে দুঃখবোধ করে? রাজপুত্রের শ্যালক কুমার লিওপোল্ড, পরম বন্ধু জেনারল উইথারেল, মিঃ মুর, কাপ্তেন কনরয় সকলেই উপস্থিত। সকলেই তাঁহার জন্য প্রাণপণ করিলেন; দুর্ভাগ্যের বিষয় সকলই বিফল হইল। ২৩ শে জানুয়ারী রবিবার প্রাতঃকালে রাজকুমার এডওয়ার্ড আত্মীয় স্বজনকে গভীর দুঃখসাগরে নিক্ষেপ করিয়া ইহলোক হইতে প্রস্থান করিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ত্রিপঞ্চাশৎ বৎসর হইয়াছিল।

ডিউক কেণ্ট মহাশয় একজন উদারচেতা ও উন্নতমনা ব্যক্তি ছিলেন। ধর্ম্মপন্থা তাঁহার জীবনের একমাত্র অবলম্বন ছিল। তাঁহার মত সচ্চরিত্র সাধু পুরুষ রাজপুত্রদিগের মধ্যে অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি এত বড় প্রশস্তমনা ব্যক্তি ছিলেন যে, সোদরগণ তাঁহার প্রতি একদিনের জন্য সদ্ব্যবহার না করিলেও মৃত্যুকালে বলিয়া যান যে, "যদি আমি না বাঁচি, আমাকে ইহলোক হইতে এ যাত্রা স্থানান্তরিত করাই যদি জগদীশ্বরের অভিপ্রেত হয়, তবে আমার ভ্রাতা এবং ভগ্নীগণের প্রত্যেককে আমার সস্নেহ সম্ভাষণ জানাইবে।" তিনি এত বিপদে ছিলেন, কিন্তু এক দিনের জন্য তাঁহার চিত্তের ধৈর্য্যচ্যুতি লক্ষিত হয় নাই। ১২ ই ফেব্রুয়ারী তারিখে মহাধুমধামে তাঁহার মৃতদেহ উইণ্ডসরের সমাধিক্ষেত্রে সমাহিত হয়।

মহারাণীর স্বর্গীয় পিতা তাঁহার পত্নী "ডচেশ কেণ্ট" মহোদয়াকে কন্যার রক্ষয়িত্রী এবং উইথারেল ও কনরয়কে আপনার ত্যক্ত সম্পত্তির এক্‌সিকিউটর নিযুক্ত করিয়া যান। ১৮ই

ফেব্রুয়ারীতে ইংলণ্ডের লর্ডসভা শোকসন্তপ্তা ডিউক-পত্নীকে সান্ত্বনাসূচক পত্র প্রেরণ করেন। তাহাতে স্পষ্টাক্ষরে তাঁহার পতিনিষ্ঠার ভূয়সী প্রশংসা করা হইয়াছিল এবং মৃত্যু-কালে ডিউক মহোদয় যে তাঁহাকে বলিয়া যান যে "ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখিয়া ন্যায়পথে চলিবে।" এই কথাকে উপলক্ষ করিয়া লর্ডসভা সান্ত্বনাপত্রে উল্লেখ করেন যে তিনি তাঁহার স্বর্গত ভর্ত্তার নিকট যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা ও সান্ত্বনা প্রাপ্ত হইয়া-ছেন।

কুমারের পরলোক-প্রাপ্তির পর তাঁহার জরাজীর্ণ পিতা রাজা তৃতীয় জর্জ শোকতাপে উদরাময়-পীড়াক্রান্ত হয়েন। তাঁহার শোকোৎপন্ন ব্যাধি কিছুতেই প্রশমিত হইল না। কুমার এডওয়ার্ডের পরলোকগমনের সপ্তাহপরেই তিন ইহলোক-লীলা সংবরণ করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বাল্যাবস্থা।

আমাদের ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়া যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন তাঁহার মাতামহী তাঁহার জননীকে নিম্নোক্তপ্রকারে এক-খানি পত্র লেখেন,—"প্রিয়তমে! তোমার সুখপ্রসবের কথা, এবং প্রসবান্তে তুমি সম্পূর্ণরূপে নিরাপদে আছ, এই সংবাদ শুনিয়া আমি যে কতদূর সুখিনী হইয়াছি তাহা লিখিয়া জানাইতে পারিতেছি না। যদি না তোমার কন্যার ভ্রাতা জন্মগ্রহণ করিয়া তাহার স্থলাভিষিক্ত হয়, তাহা হইলে বোধ হইতেছে, যে সে দ্বিতীয় সার্লটীরূপে এক দিন ইংলণ্ডক্ষেত্রে মহান্ অভিনয়ের অভিনেত্রী নির্দ্দিষ্ট হইবে। ইংলণ্ডের প্রকৃতিপুঞ্জ এবং অন্যান্য রাজাঙ্গনাগণ চিরশোচিতা সার্লটীর ন্যায় তাহাকে ভাল বাসিবে। এখানকার সকলেই তোমার নিরাপদে প্রসব হইবার সংবাদে অত্যন্ত সুখী। তুমি জান যে তোমার এই ক্ষুদ্র জন্মভূমির সকলে তোমাকে কত ভাল বাসে?"

মহারাণীর ভূমিষ্ঠ হইবার তিন মাস পরে অর্থাৎ ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের ২৬শে আগষ্ট তাঁহার স্বামী কুমার আলবার্ট তাঁহার পিতার "রোসেনা" নামক পরম রমণীয় উদ্যানে জন্মগ্রহণ করেন। কুমার আলবার্ট মহারাণীর মাতুলপুত্র ছিলেন।

শৈশবাবস্থায় মহারাণীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার তাঁহার কনিষ্ঠ

মাতুল কুমার লিওপোল্ডকেই গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। ইনি ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে মহারাণীর জ্যেষ্ঠতাত চতুর্থ জর্জ্জের একমাত্র কন্যা সার্লটীকে বিবাহ করিয়া ইংলণ্ডেই অবস্থিতি করিতেছিলেন। রাজা চতুর্থ জর্জের অন্য কোন অপত্য না থাকায় সার্লটীই যে ইংলণ্ডের অধীশ্বরী হইয়াছেন তাহাই সকলে জানিত, কিন্তু ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে তিনি কালগ্রাসে পতিতা হয়েন। ডিউক কেণ্টের মৃত্যুর পূর্ব্বে প্রণয়িনীবিয়োগবিধুর কুমার লিওপোল্ড স্কটলণ্ডে অবস্থিতি করিতেছিলেন, দারুণ-শোক-সন্তাপ হেতু এ পর্য্যন্ত নবজাতা ভাগিনেয়ীর মুখচন্দ্র দর্শনে সুখী হইতে পারেন নাই। কিন্তু ভগ্নীপতির পীড়ার সংবাদ পাইয়া সিডমাউথে উপস্থিত হয়েন এবং উপস্থিত দুর্ঘটনার পর শোকসন্তপ্তা ভগিনীকে সান্ত্বনা করিয়া তদীয় লালন-পালনের ভার আপনি গ্রহণ করেন।

অনন্তর মহারাণীর মাতা তাঁহাকে লইয়া সিডমাউথ হইতে লণ্ডনের কেন্সিংটন প্রাসাদে গমন করিলেন। এক্ষণ হইতে এই প্রাসাদটীই তাঁহাদের নিয়মিত বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া এই স্থানে থাকিয়া আপন বুদ্ধিমতী জননীর যত্নে দিনে দিনে পরিবর্দ্ধিতা হইতে লাগিলেন। বাল্যকালে "ব্যারোনেশ লেজেনি" তাঁহার রক্ষয়িত্রী নিযুক্তা হইয়াছিলেন। তিনি রাজকুমারীকে যৎপরোনাস্তি স্নেহ করিতেন এবং আপনার কন্যার ন্যায় সদা সাবধানে রাখিতেন।

চারি বৎসর বয়সের পূর্ব্বেই মহারাণীর বিদ্যারম্ভ হয়। মিষ্টার ডেভিস্ তাঁহার শিক্ষাকার্য্যে ব্রতী হয়েন। ইনি তাহার পরে "পিটারবরোর বিসপ" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

অধ্যাপক যে বিশেষ উপযুক্ত এবং কার্য্যকুশল ছিলেন তাঁহাতে আর সন্দেহ নাই। মহারাণী তাঁহার নিকট শিক্ষালাভ করিয়া আপনার মানসভাণ্ডার মহার্হ জ্ঞানরত্নে পরিপূর্ণ করেন। তাঁহার মাতাও অতিশয় বুদ্ধিমতী ও সুদূরদর্শিনী রমণী ছিলেন। তিনি কন্যাকে অতি সাবধানে এবং সতর্কভাবে রক্ষা করিতেন; বিদ্যা-চর্চ্চা ব্যতীত শারীরিক স্বাস্থ্য-রক্ষার জন্য যথারীতি বায়ুসেবন, প্রভাত ও বৈকাল-ভ্রমণ এবং চিত্তবিনোদনের জন্য যাহা যাহা আবশ্যক হইত সে সকলেরই সুবন্দোবস্ত করিতেন। যে সকল বিষয়ে মনোনিবেশ করিলে কন্যার মনে কুপ্রবৃত্তি বা কদভিপ্রায় জন্মিতে পারে, এমন কোন কার্য্য করিতে দিতেন না, এবং রাজকুমারীও তাহা ইচ্ছা করিতেন না। তাঁহার জননী সর্ব্বদা তাঁহাকে আপনার নিকট রাখিতেন, তিলার্দ্ধের জন্য কাছছাড়া করিতেন না। এমন কি, দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রম হইবার পূর্ব্বেও তাঁহাকে জানিতে দেন নাই যে তিনি ভিন্ন ব্রিটিশ-সিংহাসনে বসিবার আর কোন প্রতিযোগী নাই। এই বিষয়টী জানিতে পারিলে রাজকুমারীর মনে পাছে সুখ-সৌভাগ্যের নিশ্চিত আশা জন্মিয়া বিদ্যানুশীলনে অবহেলা জন্মে, এজন্য তিনি এক দিনের জন্যও তাঁহার নিকট সে কথা প্রকাশ করেন নাই। ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাসলেখক "সর ওয়াল্টার স্কট" আপনার দৈনিক-বিবরণমধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়া-ছেন যে তিনি এক দিন কুমার লিওপোল্ডের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া তৎকর্ত্তৃক সানুগ্রহে অভ্যর্থিত হয়েন এবং তাঁহার অনুরোধক্রমে একত্রে আহারাদি করিয়া ব্রিটন-রাজ্যের ভাবিনী উত্তরাধিকারিণীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তৎসমীপে উপ-

নীচ হইতে দেখিতে পান যে রাজকন্যা যার পর নাই নিবিষ্টমনে অধ্যয়নে নিযুক্তা আছেন।

১৮২৯ খৃষ্টাব্দের মে মাসে পর্টুগালের তরুণী রাজ্ঞী দ্বিতীয় "ডোনা মেরিয়া" ইংলণ্ড দর্শনে শুভাগমন করেন। ২৯ শে মে ইংলণ্ডেশ্বর "ক্লর্লিন" ও "বাটেনের" ডিউক দুই জনকে নিমন্ত্রণ করেন। সেই দিন সন্ধ্যাকালে বালক-বালিকাদিগের নৃত্যামোদ হয়। এই নৃত্যামোদে অনেকে আমাদিগের মহারাণীর প্রথম দর্শন লাভ করেন।

১৮৩০ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে মহারাণীর জ্যেষ্ঠতাত রাজা চতুর্থ জর্জ পরলোক প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহার তৃতীয় জ্যেষ্ঠতাত রাজা চতুর্থ উইলিয়ম ইংলণ্ডের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। এই ঘটনা উপলক্ষে মহারাণীর মাতামহী তাঁহার মাতাকে নিম্নোক্ত পত্রিকাখানি পাঠাইয়াছিলেন ;—

"ঈশ্বর প্রাচীন ইংলণ্ড ভূমিকে সুখে রাখুন, যেখানে আমার কন্যা দৌহিত্রী অবস্থিতি করিতেছে, আমার প্রাণপ্রিয়া মে-কুসুম * একদিন তথায় রাজেশ্বরী হইবে। প্রার্থনা করি বালিকার ক্ষুদ্র মস্তকে কিছু দিন এখন ঈশ্বর রাজমুকুট-বহনের ভারার্পণ না করেন। এই বিপদসঙ্কুল সময়ে তোমার কন্যাকে আশ্রয় করিবার পূর্ব্বে যেন সে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়।"

১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ২৩ শে ডিসেম্বর পার্লেমেণ্ট মহাসভায় একখানি আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থিত হয়। তাহার মর্ম্ম এই

---

* মহারাণী মে মাসে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার আত্মীয়গণ আদর করিয়া তাঁহাকে মে ফ্লাউয়ার (মে-কুসুম) বলিতেন।

যে রাজা চতুর্থ উইলিয়মের ঔরসে এবং রাজমহিষীর গর্ভে কোন অপত্যোৎপাদন হয় ও সেই অপত্যের অপ্রাপ্তব্যবহার-কালে যদি মহারাজের মৃত্যু হয়, তবে রাজমহিষী নাবালকের রক্ষয়িত্রী হইয়া তাঁহার প্রতিনিধিস্বরূপ রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন, আর তাহা না হইয়া যদি বর্ত্তমান রাজা নিরপত্য[illegible]স্থায় প্রাণত্যাগ করেন, তাহা হইলে রাজকুমারী ভিক্টোরি[illegible] এক্ষণে যেমন ইংলণ্ডের ভাবিনী উত্তরাধিকারিণী আছেন, বয়[illegible]প্রাপ্তিকাল পর্য্যন্ত আপন মাতা ডচেশ্ কেণ্ট মহোদয়ার কর্তৃত্ব[illegible]ধীনে থাকিবেন এবং রাজমাতা তাঁহার প্রতিনিধিরূপে রাজ[illegible]কার্য্য সম্পাদন করিবেন।

এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া মহারাণীর মাতামহী তাঁহার [illegible]বতী জননীকে আর একখানি পত্র লেখেন। সেখানির [illegible] এইরূপ;—"রাজপ্রতিনিধিত্ব তোমার হস্তে না দিয়া অ[illegible] হস্তে দিলে, আমি বড়ই অসুখিনী হইতাম। এরূপ না [illegible]লে তুমি যে নিয়ত প্রাণপণ যত্নে তোমার কন্যার যত্ন লইতে[illegible] তাহার ন্যায়ানুগত পুরস্কার হইত না। যদি তোমাকে রাজপ্রতি[illegible] করিতে হয়, তবে ঈশ্বর তোমাকে তৎকার্য্যনির্ব্বাহোপ[illegible]গী বল ও বুদ্ধি প্রদান করিবেন। প্রার্থনা করি, তিনি আমাদিগের প্রিয়তমাকে কুশলে ও নিরাপদে রাখিবেন। আমার ইচ্ছা হয় তাহাকে আর একবার দেখি। তুমি তাহার যে চিত্রপট-খানি পাঠাইয়াছ, আমার নিকট যেখানি আছে, সেখানির মত নহে। যে কেশগুচ্ছগুলি তাহার সুন্দর মস্তক আবৃত করিয়া আছে সেগুলি তাহার রমণীয় ক্ষুদ্র অবয়বের পক্ষে বড় দেখাইতেছে।"

এইরূপ আইনের নাম ইংরাজীতে "রিজেন্ট আক্ট"। এই রিজেন্ট আক্ট লইয়া যখন মহাসভা পার্লেমেণ্টে আন্দোলন চলিতে থাকে, তখন এক দিন "ব্যারনেশ লেজেন" কেণ্টের ডচেশ্ মহোদয়াকে বলেন যে, রাজকুমারীর সিংহাসন-প্রাপ্তির কথা তাঁহাকে অবগত করা কর্ত্তব্য। আমাদিগের রাজমাতা তাহাতে সম্মত হইলে উপরোক্ত ব্যারণ-রমণী রাজকুমারীর পাঠ্যগ্রন্থমধ্যে রাজবংশের একখানি তালিকা রাখিয়া দেন। মহারাণীর অধ্যাপক মিঃ ডেভিস্ প্রতিদিনের ন্যায় অধ্যাপনাকার্য্য সমাপ্ত করিয়া চলিয়া গেলে তিনি অভ্যাসমত পুনরায় সেই গ্রন্থখানি খুলিবামাত্র সেই তালিকাখানি দেখিতে পান, দেখিয়া ব্যারণেশ্ লেজেনকে বলেন "আমি এখানি কখন দেখি নাই।" এই কথায় ব্যারণমহিলা বলেন "এতদিন উহা আপনাকে দেখান যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করা যায় নাই।"

রাজকুমারী। দেখিতেছি, আমি সিংহাসনের অতি নিকটবর্ত্তিনী, এ কথা পূর্ব্বে কখন আমার মনে হয় নাই।

ব্যারণেশ্। সে কথা সত্য।

রাজকুমারী। অন্যান্য বালিকা ঈর্ষা করিতে পারেন বটে, কিন্তু রাজপদ যে কতদূর বিপদ-সঙ্কুল তাহা তাঁহারা জানেন না। উহাতে আড়ম্বর খুব আছে, কিন্তু দায়িত্বও ততোধিক।

তিনি আরও বলিলেন যে "আমি ইংলণ্ডের সিংহাসন লাভ করিতে পারিলে, যাহাতে সুন্দররূপে কাজ করিতে পারি,

তাহার চেষ্টা করিব। আপনি আমাকে লেখা পড়া, বিশেষতঃ লাটিন শিখিবার জন্য কেন যে নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করেন এখন তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। আমার জেঠাইমারা কখন লাটিন পড়েন নাই, কিন্তু আপনি বলিয়া থাকেন যে লাটিনই ইংরাজী ভাষা, এবং ইংরাজী-ব্যাকরণ-শিক্ষার মূল। এত দিনে তাহার উদ্দেশ্য বুঝিয়াছি।” তিনি বারংবার ব্যারণপত্নীর করস্পর্শ করিয়া বলিলেন “আমি ভাল হইতে চেষ্টা করিব।”

ব্যারণেশ্। আপনার জেঠাইমা “আডেলাইড” অল্পবয়স্কা, এখনও তাঁহার সন্তানোৎপাদনের সময় যায় নাই। তাঁহার সন্তান সন্ততি হইলে তাঁহারাই তাঁহাদের পিতৃসিংহাসনের অধিকারী হইবেন, আপনি আর হইতে পারিবেন না।

রাজকুমারী। যদি তাহাই হয়, আমি ভগ্নাশা হইব না। জেঠাইমা আমাকে যেরূপ ভাল বাসেন তাহা-তেই আমি জানি যে, আমি রাজভগ্নী হইয়া তদ্রূপ আদর পাইব।

যখন রাজ্ঞী আডেলাইডের দ্বিতীয়া কন্যা কালগ্রাসে পতিতা হইল, তখন তিনি মহারাণীর মাতাকে এই বলিয়া পত্র লেখেন যে “আমার দুইটী কন্যাই বিনষ্টা হইল। তোমারটী জীবিতা আছে, সেটী আমারই।”

আমাদের করুণ-হৃদয়া নিঃস্বার্থবতী ভারতমাতা আপনার স্বামীর জীবনচরিতে যে স্থলে রাজ্ঞী আডেলাইডের এই কয়েকটী কথার উল্লেখ আছে, সে স্থলে নিম্নোক্ত টীকাটী স্বয়ং লিপিবদ্ধ করিয়া আপন মনের যার পর নাই মহত্ত্বপ্রকাশ করিয়া-

ছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে "আমি এই কথা শুনিয়া রোদন করি, এবং ইহার জন্য এখনও কষ্ট বোধ করিয়াথাকি।"

১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ৩রা ফেব্রুয়ারী পার্লেমেণ্ট সভা কর্ত্তৃক "রিজেণ্ট আক্ট" অনুমোদিত হয়। এই বৎসর জুন মাসে কুমার আল্‌বার্টের পিতা ইংলণ্ড-ভ্রমণে আইসেন, এবং মহারাণীর পরমহিতৈষী মাতুল কুমার লিওপোল্ড বেলজিয়ম রাজ্যের অধিপতিত্ব লাভ করিয়া তদ্দেশ যাত্রা করেন। বেলজিয়মে থাকিয়াও রাজা লিওপোল্ড ভাগিনেয়ীর প্রতি সমধিক স্নেহ ও যত্ন প্রদর্শন করিতেন এবং যখন আমাদের মহারাণী ইংলণ্ডের অধীশ্বরী হইয়া সিংহাসনারূঢ়া হয়েন, তখনও তিনি তাঁহাকে রাজকার্য্যপরিচালনের বহুমূল্য উপদেশ দ্বারা তাঁহার অশেষ মঙ্গল সাধন করিতেন।

রাজা চতুর্থ জর্জের সহিত মহারাণীর মাতার সদ্ভাব ছিল না এবং দেবর "কম্বর্লণ্ডের ডিউকও" তাঁহার প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না। চতুর্থ জর্জ এজন্য সময়ে সময়ে মহারাণীকে তাঁহার মাতার নিকট হইতে কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিতেন। কিন্তু যাহাতে বিবাদ বিসংবাদ না ঘটে তাহার জন্য "ডিউক অফ ওয়েলিংটন" সাধ্যানুসারে তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতেন। চতুর্থ জর্জের মৃত্যুর পর ডচেস্ কেণ্ট মহোদয়া ডিউক ওয়েলিংটনকে বলিয়া পাঠান যে, তাঁহার এবং তাঁহার কন্যার প্রচুর বৃত্তি নির্দ্দেশ করিয়া তাঁহাকে "ওয়েল্‌সের বিধবা রাজ-বধূ" এই আখ্যা দান করা হয়, এবং এ কথাও বলেন যে তাঁহাদিগের উভয়ের বৃত্তির উপরই তাঁহার তুল্য ক্ষমতা থাকিবে এবং তাঁহার কন্যাকে রাজ-সিংহাসনের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারিণী নির্দ্দিষ্ট করিতে হইবে।

এই কথায় উক্ত ডিউক মহোদয় উত্তর করেন যে, তাঁহার প্রস্তাব সম্পূর্ণ অযোগ্য, তাহার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। যখন তাহা হইবে তখন তাঁহাকে না জানাইয়া করা হইবে না। ইহাতে ডচেশ্ কেণ্ট মহাশয়া সন্তোষ লাভ করিতে না পারিয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করেন নাই। এক্ষণে "রিজেণ্ট আক্ট" বিধিবদ্ধ হইলে "ডিউক ওয়েলিংটন" তাহার পাণ্ডুলিপিখানি মহারাণীর মাতাকে দেখাইবার জন্য পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। এই জন্যই উক্ত আইন মঞ্জুর হইবার পূর্ব্বেই তিনি তাহার পাণ্ডুলিপিখানি দেখিতে পাইয়াছিলেন।

১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ১লা আগষ্ট মহাসমারোহে লণ্ডন-সেতু উদ্‌ঘাটিত হয়। সেই দিন রাজা চতুর্থ উইলিয়ম লর্ড চ্যান্সেলরকে দিয়া পার্লেমেণ্ট সভায় প্রস্তাব করেন যে রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া ও তাঁহার মাতার যে বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা প্রচুর নহে, এজন্য যাহাতে সেই বৃত্তি বর্দ্ধিত হয়, তৎপক্ষে বিহিত উপায় অবলম্বনে রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ মনোযোগী হইলে তিনি সুখী হইবেন। মহারাজের প্রস্তাবে সকলেই সম্মত হইলেন এবং উভয়বৃত্তি বর্দ্ধিত হইয়া বার্ষিক দ্বাদশসহস্র পাউণ্ড অর্থাৎ দুইলক্ষ বিশ হাজার টাকা ধার্য্য হয়। এই বৎসরের শেষভাগে মহারাণী তাঁহার জননীর সহিত "ওয়াইট" দ্বীপের স্বাস্থ্যকর-জল-বায়ু-সেবনের জন্য তথায় গিয়া কিয়দ্দিবস অতিবাহিত করিয়াছিলেন, এজন্য তাঁহার জ্যেষ্ঠতাতের অভিষেকোৎসবস্থলে উপস্থিত হইতে পারেন নাই।

১৮৩২ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে মহারাণীর মাতা তাঁহাকে লইয়া ওয়েল্‌সের প্রধান প্রধান নগর এবং তত্রত্য স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে বহির্গত হয়েন। ভ্রমণকালে ভাবী ইংলণ্ডেশ্বরী ও তাঁহার মাননীয়া গর্ভধারিণী সকল স্থানের প্রকৃতিপুঞ্জের নিকট হইতে প্রভূত ভক্তি ও সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা যেখানে গিয়াছেন সেইখানেই নগর ও গ্রামবাসীরা দলে দলে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের সংবর্দ্ধনা করিয়াছে।

উত্তর ওয়েল্‌সের রমণীয় স্থান সকল পরিদর্শনকালে প্রাচীন 'চেষ্টার' নগর সন্দর্শন করিয়া তাঁহারা যৎপরোনাস্তি আনন্দ লাভ করেন। এই সময়েই তাঁহাদিগের দ্বারা ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ "চেষ্টার ডি ব্রিজ" নামক সেতুটী প্রথম উদ্‌ঘাটিত হয়। চেষ্টার নগর পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা "হার্ডউইক", "চেষ্টারফিল্ড" এবং "মাটলক" নামক নগরত্রয় পরিদর্শন করিয়া "ক্রশ বেরীতে" উপনীত হইলেন। তথা হইতে "টরেষ্টার" "ড্রুটউইচ" "ব্রমসগ্রোভ" হইয়া তাঁহারা "অক্সফোর্ডে" আসিয়া তত্রত্য বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। এই স্থানে তাঁহাদিগকে যে অভিনন্দন পত্র প্রদান করা হয় তদুত্তরে মহারাণীর মাতা সাধারণের শ্রুতিসুখকর কতকগুলি উপদেশপূর্ণ কথা বলেন এবং রাজকুমারীকে যে প্রকৃতিপুঞ্জ বিলক্ষণ ভাল বাসেন তাহার জন্ত বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। তাঁহারা যে যে স্থান পরিদর্শন করিয়াছিলেন, সেই সেই স্থানের ব্যক্তিদিগের দ্বারাই মহাসমারোহে অভ্যর্থিত হইয়া যেমন যথেষ্ট সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারাও বিলক্ষণ শিষ্টাচার প্রদর্শন করিয়া তেমনি সকলকে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। অক্সফোর্ড হইতে বহির্গত

হইয়া তাঁহারা ৯ই নবেম্বর কেন্সিংটন প্রাসাদে প্রত্যাগমন করেন।

কিছু দিন কেন্সিংটনে অবস্থিতি করিয়া তাঁহারা "নরিশ ক্যাসেলে" গমন করেন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে "সাউদম্পটন" নামক স্থানে একটী জলাশয়স্তম্ভের নির্ম্মাণ-কার্য্য সমাধা হয়। উহার প্রতিষ্ঠাদিনে মহাসমারোহের সহিত একটী উৎসব হইয়াছিল। সেই উৎসবে ডচেশ্ কেণ্ট তাঁহার কন্যাকে লইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহারাই সেই উৎসবে কর্ত্তৃত্ব করেন। মহারাণীর মাতা উহার "রয়াল পিয়ার" এই নাম দিয়াছিলেন। এই বৎসর ২৪ শে মে "ওয়েষ্ট মিনিষ্টার আবিতে" একটী রাজকীয় সঙ্গীতোৎসব হয়, তাহাতেও মহারাণী ও তাঁহার মাতা অন্যান্য রাজপরিবারবর্গের সহিত উপস্থিত হইয়াছিলেন।

এই সময়ে রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া ইংলণ্ডের সিংহাসনের উত্তরাধিকারিণী হইবার নিশ্চিত সংবাদ ইউরোপখণ্ডের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইলে নানা স্থান হইতে রাজপুত্রগণ তাঁহার পাণি-গ্রহণের আকাঙ্ক্ষায় উপস্থিত হইতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের অভ্যর্থনা এবং আতিথ্যসৎকারের জন্য রাজপরিবারদিগের মধ্যে নিয়ত নৃত্যগীত ও আনন্দোৎসব চলিতে থাকে। শৈশবাবস্থা-তেই মহারাণীর বৃদ্ধা মাতামহী তাঁহার শুভপরিণয়ের সম্বন্ধ স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেই পরলোকনিবাসিনী রাজ-মহিষীর ঐকান্তিকী বাসনা ছিল যে তাঁহার পৌত্র কুমার আল্-বার্টের সহিত কুমারী ভিক্টোরিয়ার বিবাহ হয়। সে কথা কো-বর্গের রাজপরিবারমধ্যে সকলেই অবগত ছিলেন। যখন কুমার

আলবার্টের বয়স তিনবৎসরমাত্র, তখন ধাত্রী তাঁহার কান্না থামাইবার জন্য বলিতেন "ইংলণ্ডে বধূ আছেন।"

মহারাণীর বয়োবৃদ্ধির সহিত তাঁহার রাজত্বপ্রাপ্তির সম্ভাবনা যতই বৃদ্ধি হইতে লাগিল, কোবর্গের রাজপরিজনগণের মনে পূর্ব্বসঙ্কল্পিত সেই সম্বন্ধ আকিঞ্চন ততই পোষিত হইতে লাগিল। মহারাণীর কনিষ্ঠ মাতুল লিওপোল্ডের মনেও সেই বাসনা বলবতী ছিল। এক্ষণে সেই বলবতী ইচ্ছাকে সফলা করিবার সময় সমাগত। এজন্য তিনি কুমার আল্‌বার্টের আচার ব্যবহার, স্বভাব, শিক্ষা সকলই নিরপেক্ষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। ইংলণ্ডে দীর্ঘকাল অবস্থিতি করিয়া শৈশব-বাবধি মহারাজ্ঞীর লালন-পালন-ভারবহনে বিলক্ষণ ঘনিষ্ঠভাবশতঃ তাঁহার উপর স্নেহাধিক্য জন্মিতে থাকে। তিনি কায়মনোবাক্যে ভাগিনেয়ীর মঙ্গলচেষ্টা করিতেন। কুমার আল্‌বার্টও তাঁহার অগ্রজের পুত্র, এজন্য উভয়ের প্রতিই তাঁহার স্নেহাধিক্য স্বভাব-সিদ্ধ। অতএব পাছে তাঁহার মন স্নেহবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া মোহবশতঃ উভয়ের দোষ অপেক্ষা গুণের পক্ষপাতী হয় এবং তদ্দ্বারা উভয়-জীবনের সুখময়ী বাসন্তী দিবা প্রাবৃটের অন্ধকার-ময় হয়, এজন্য তিনি আপনার প্রাচীন এবং দূরদর্শী বন্ধু ব্যারণ ষ্টকমারকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেন।

ব্যারণ ষ্টকমার একজন সাকিম কোবর্গের অধিবাসী। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে রাজা লিওপোল্ড যখন রাজকুমারী সার্লটাকে বিবাহ করিয়া ইংলণ্ডে অবস্থিতি করেন, তখন তিনি চিকিৎসকরূপে লিওপোল্ডের সঙ্গে আসিয়া তাঁহার মন্ত্রী এবং প্রাসাদাধ্যক্ষরূপে ইংলণ্ডে অবস্থিতি করিতেন। দীর্ঘকাল ইংলণ্ডে থাকিয়া তিনি

ইংরেজ জাতি, ইংরাজী রাজনীতি এবং ইংলণ্ডদেশের প্রচুর জ্ঞান লাভ করেন। তিনি একজন উচ্চশ্রেণীর রাজনীতিজ্ঞ এবং পরোপকারপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন।

ব্যারণ ষ্টকমার লিওপোল্ডের পত্র পাইয়া রাজকুমারের চরিত্র এবং তিনি যে গুরুতরদায়িত্বপূর্ণপদের জন্য নির্ব্বাচিত হইতেছেন তৎসম্বন্ধে অনুকূল উত্তরদান করেন। ব্যারণ ষ্টকমারের কথা মহারাণীর লেখনী দ্বারাই প্রমাণীকৃত হইতেছে। বিবাহের পূর্ব্বে কুমার আল্‌বার্ট যখন মহারাণীর সহিত একবার সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া তাঁহার সহিত একত্রে কেন্সিংটন প্রাসাদে অবস্থিতি করেন, মহারাণী আপনার দৈনিক বিবরণীতে সেই সময়ে লিখিয়াছেন যে, "কুমার আল্‌বার্ট তাঁহার অগ্রজ অপেক্ষা দীর্ঘাকৃতি, বিলক্ষণ সুশ্রী এবং বলিষ্ঠ। তিনি অতি রমণীয়, যার পর নাই সরল, বড় প্রফুল্লচিত্ত এবং সকল বিষয়ে পারদর্শী, ইত্যাদি।

১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের ২৪ শে মে আমাদিগের মহারাণীর বয়ঃক্রম অষ্টাদশ বর্ষ পূর্ণ হয়। পার্লেমেণ্টের নিয়মানুসারে এই সময় তিনি বয়ঃপ্রাপ্তা হয়েন। এতদুপলক্ষে নানাস্থান হইতে মহা আনন্দপূর্ব্বক অভিনন্দন পত্র প্রেরিত হয়। সেই দিন একটী সাধারণ উৎসব, আপিসাদি বন্ধ, এবং রাত্রিকালে রাজধানী ও অন্যান্য নগর, মহানগর সকল আলোকমালায় বিভূষিত হয়। এই ঘটনার সম্মানার্থে লণ্ডনের সেণ্ট জেম্‌স প্রাসাদে নৃত্যা-মোদ হয়।

এই মে মাসের মধ্যভাগেই রাজা চতুর্থ উইলিয়ম কাল-রোগাক্রান্ত হয়েন, ক্রমে তাঁহার পীড়া কঠিন হইতে কঠিনতর

হইতে থাকে। বড় বড় চিকিৎসকদিগের যুক্তি-পরামর্শকে পরাভূত করিয়া অবশেষে তাহা সাংঘাতিক হইয়া উঠিল। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের ২০শে জুন তিনি ইহ সংসারের অকিঞ্চিৎকর রাজৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া নিত্যধামে গমন করিলেন*।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

রাজ্যাভিষেক।

আজি ইংলণ্ডের এক নূতন দিন,— নশ্বর জগতের নিয়ম এই যে ইহাতে চিরদিন কিছুই সমান ভাবে থাকে না। পুরাতনের তিরোভাব, নূতনের আবির্ভাব ইহ জগতের চিরন্তন নিয়ম। রাজ্যেশ্বর হইতে কুটীরবাসী, অনাথ দীন দরিদ্র এবং মহাকায় যূথপতি হইতে কীটাণু পর্য্যন্ত এই বিশ্বজনীন নিয়মের বশবর্ত্তী। সুতরাং মহারাজ চতুর্থ উইলিয়মের মৃত্যু যে একটী অপূর্ব্ব ঘটনা তাহা নহে। কিন্তু তথাপি ইহাকে ইংলণ্ডের পক্ষে নূতন বলা যাইতে পারে, কেননা আমাদিগের মহারাণীর রাজ্যকাল ইংলণ্ডের ইতিহাসকে সুবর্ণাক্ষরে রঞ্জিত করিয়াছে। তাঁহার রাজ্যকালে ইংলণ্ডের রাজ্য-বিস্তৃতি, বাণিজ্যের উন্নতি, সমরক্ষেত্রে ইংলণ্ডের বিজয়লক্ষ্মীর সুপ্রসন্নতা হেতু ইংলণ্ড সমস্ত পৃথিবীর আদর্শস্থানীয়। এরূপ প্রবল-প্রতাপান্বিত-রাজ্যভোগ বোধ হয় পৃথিবীর মধ্যে কোন জাতির

অদৃষ্টে ঘটে নাই, ঘটিবে না। জলযুদ্ধে আজি পর্য্যন্ত সসাগরা ধরিত্রীর মধ্যে কোন জাতিই ইংলণ্ডের সম্মুখীন হইতে পারেন নাই। ইংলণ্ডের যত কিছু সমৃদ্ধি, যত কিছু গৌরব, সমস্তই আমাদিগের ক্ষণজন্মা মহারাণীর পুণ্যপ্রতাপে এবং ভাগ্য-দেবীর প্রসন্নতায় হইয়াছে।

২০শে জুন রাত্রি ২টা ২০ মিনিটের সময় রাজা চতুর্থ উইলিয়ম উইণ্ডসর প্রাসাদে বিগতপ্রাণ পতিত। এদিকে ঘোর নিস্তব্ধ নিশীথিনীর শান্তি-সুখ উপেক্ষা করিয়া ক্যাণ্টরবরীর পুরোহিত, ডাক্তার হাউলী, লর্ড চেম্বরলেন, এবং মার্কুইস্ কানিংহাম উইণ্ডসর পরিত্যাগ পূর্ব্বক লণ্ডনের কেন্সিংটন প্রাসাদে, যেখানে ইংলণ্ডের অভিনবা রাজ্ঞী শান্তিদেবীর সুখদ অঙ্কে নিদ্রা যাইতে ছিলেন, সেইখানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার এক জন পরিচারিকাকে জাগ্রত করিলেন। তখন রাত্রি ৫ টা বাজিয়াছে। প্রথমতঃ পরিচারিকা তাহার কর্ত্রীর সুখনিদ্রা ভঙ্গ করিতে সাহসিনী হইল না; কিন্তু আগন্তুক মহাসম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের নির্ব্বন্ধ দেখিয়া তিনি তাঁহাকে জাগরিত করিলেন। যখন মহারাণী শয্যা পরিত্যাগ করিয়া আইলেন তখন তাঁহার আলু থালু বেশ। পরিধান নৈশ গাউন, গায়ে শাল, মস্তক অনাবৃত, কেশজাল আলুলায়িত স্কন্ধোপরি লম্বমান, পায়ে চটী জুতা, চক্ষে অশ্রু। তৎক্ষণাৎ রাজমন্ত্রী মেলবরণকে আনিবার জন্ত সংবাদ গেল, এবং বেলা ১১টার সময় প্রিভিকৌন্সিল বসাইবার বন্দোবস্ত করা হইল।

মহারাণী ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের ২০শে জুন বেলা ১১টার সময়

কেন্সিংটন প্রাসাদের সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া ইংলণ্ডের রাজদণ্ড গ্রহণ করিলেন। তিনি রাজ্যভার গ্রহণ করিবার সময় দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে ঘোরতর আনন্দ-কোলাহল উত্থিত হইয়াছিল। তাঁহার রীতি নীতি, আচার ব্যবহার সকলই অদ্ভুত এবং আশাতীত। নিতান্ত অল্পবয়স্কা হইয়া সাংসারিক জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার অভাব প্রযুক্ত সকলেই যার পর নাই আগ্রহবান হইয়া দেখিতে আসিয়াছিলেন যে, উপস্থিত ক্ষেত্রে তিনি কিরূপে কার্য্য করেন। তাঁহার রাজ্যভারগ্রহণের সংবাদ সর্ব্বত্র প্রচারিত না হইলেও বহুলজনতা হইয়াছিল।

মহারাণী উপস্থিত লর্ডদিগকে অভিবাদন করিয়া আপনার আসন গ্রহণ করিলেন। তাহার পর তিনি এরূপ পরিস্ফুট শ্রবণস্পর্শী স্বরে এবং সুন্দর ও তেজস্বিনী ভাষায় আপনার বক্তৃতা পাঠ করিলেন যে কিছুমাত্র ভীতি বা বিহ্বলতার কোন চিহ্নই লক্ষিত হইল না। সমালোচকের তীব্র সমালোচনাও সেই মধুর বক্তৃতার ছিদ্রানুসন্ধান পাইল না। বিদেশীয় রাজন্যবর্গের সহিত সখ্যতা-স্থাপন, অপরাধীর প্রতি কঠোরতর-দণ্ডাজ্ঞা-হ্রাস, এবং ধর্ম্মের উন্নতিবিধান করা এই বক্তৃতার অঙ্গীভূত। তাঁহার এই সময়ের পরিচ্ছদ আড়ম্বরশূন্য ও শোকসূচক ছিল।

বক্তৃতা পাঠ সমাপ্ত হইলে ইংলণ্ডীয় প্রথানুসারে লর্ড চ্যান্সেলার তাঁহাকে প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করাইলেন। মহারাণীর খাসমন্ত্রী এবং প্রিভিকৌন্সিলের অন্যগণ সিংহাসনের সম্মুখে জানু পাতিয়া প্রতিজ্ঞা-বাক্য পাঠ করিলেন। তাহার পরে অন্যান্য কার্য্য যথারীতি সম্পন্ন করা হইল। পরিশেষে

রাজমন্ত্রিগণ ঘোষণাপত্র লিখিত করিয়া তাহাতে মহারাণীর স্বাক্ষর করাইয়া তাঁহার রাজ্যঘোষণা করিলেন। পরদিন সেই ঘোষণা-পত্র রাজধানীর প্রকাশ্য স্থান সকলে উপযুক্ত সমারোহের সহিত পঠিত ও প্রচারিত হইল।

২২শে জুন দিবসে মহারাজ্ঞী পার্লেমেণ্টের লর্ড এবং কমন্স সভায় এই মর্ম্মে এক সংবাদ পাঠাইয়া দেন যে, তাঁহার পরলোক-প্রস্থিত জ্যেষ্ঠতাতের মৃত্যু উপলক্ষে পার্লেমেণ্টের নবাধিবেশন পর্য্যন্ত বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্য্য ব্যতীত সাধারণ রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন না। মহারাণীর রাজ্যপ্রাপ্তির কথা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইলে, ইউরোপের নানাদেশ হইতে তাঁহার আত্মীয় কুটুম্ব এবং বন্ধু বান্ধবেরা তাঁহার মাতা ও তাঁহাকে পত্র লিখিয়া আপনাপন আহ্লাদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সেই সকল পত্রের মধ্যে একখানি বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। সেখানি তাঁহার ভাবী স্বামী কুমার অ্যালবার্টের লিখিত।

"বন" ২৬শে জুন ১৮৩৭।

"আমার প্রিয়তগিনি!

আপনার জীবনে যে মহৎ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে তাহাতে আমার সরলতা-পূর্ণ সুখানুভূতি উপহার দিবার জন্য কয়েক পংক্তি লিপিবদ্ধ করিতেছি।

এক্ষণে আপনি ইউরোপের অতিবড় ক্ষমতাশালী দেশের অধীশ্বরী; কোটী কোটী লোকের সুখ দুঃখ আপনার উপর নির্ভর করিতেছে। প্রার্থনা করি, ঈশ্বর আপনাকে সেই উচ্চ এবং কঠিনতম কার্য্য সম্পাদনে বলশালিনী করিবেন।

আমি আশা করি যে, আপনার রাজ্য দীর্ঘকাল-ব্যাপী সুখ ও গৌরবময় হইবে এবং প্রকৃতিপুঞ্জের ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা দ্বারা আপনার রাজকার্য্য-নির্ব্বাহের শ্রম ও যত্নের পুরস্কার পাইবেন।

আপনাকে প্রার্থনা জানাইতেছি যে, আপনি আপনার "বন" স্থিত ভ্রাতৃদ্বয়কে আত্মীয়ভাবে দেখিবেন, এবং এখন পর্য্যন্ত তাহাদিগের প্রতি আপনার যেরূপ দয়া আছে যেন তেমনই থাকে। নিশ্চয় জানিবেন যে, আমাদিগের মন আপনার নিকটেই আছে।

আমি আপনার বহুমূল্য সময় অপব্যয় করিয়া অবিবেচকের কাজ করিব না। নিয়ত আমাকে আপনার রাজশ্রীর একান্ত বাধ্য এবং বিশ্বস্ত ভৃত্য বলিয়া জানিবেন।

আল্‌বার্ট।"

৯ই নবেম্বরে আমাদিগের মহারাণী ভিক্টোরিয়া ইংলণ্ডেশ্বরীরূপে প্রথম লণ্ডননগরে দর্শনদান করিয়াছিলেন। তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য সে দিন লণ্ডনে মহান্ আড়ম্বর হইয়াছিল। মহারাণীর জননী ও কনিষ্ঠা পিতৃব্যপত্নীরা এবং পিতৃব্যপুত্র প্রিন্স জর্জ (বর্ত্তমান ডিউক অফ কেম্ব্রিজ) তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন। এই উৎসবে লর্ড মেয়রকে ব্যারনেট এবং দুইজন সেরিফকে নাইট উপাধি প্রদত্ত হয়। এই বৎসর ১২ই ডিসেম্বর মহারাজ্ঞী তাঁহার মাতার বার্ষিকবৃত্তি বর্দ্ধিত করিবার জন্য পার্লেমেণ্টে প্রস্তাবনা করিলে চ্যান্সেলার এক্সচেকার ত্রিশসহস্র পাউণ্ড ধার্য্য করিবার কথা বলিলেন এবং তাহাই মঞ্জুর হইল। এই সময়ে স্বর্গীয় ডিউক কেণ্ট মহোদয়ের এবং তাঁহার

জীবিত থাকিবার কালে মহারাণীর মাতার অবস্থা স্মরণ করিয়া রামায়ণের একটী কথা মনে পড়িল। মহারাজ রামচন্দ্র বনগমন-কালে ঋষিপ্রবর ভরদ্বাজের আশ্রমে গমন করেন। তখন তিনি উপবেশন জন্য তাঁহাকে একখানি কুশাসন মাত্র দিয়া অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। তাহার পরে সেই রামচন্দ্র যখন দশাননের নিধনসাধন ও পিতৃসত্য পালনান্তে স্বরাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হয়েন, তখন তিনি ভরদ্বাজাশ্রমে উপস্থিত হইলে ঋষিরাজ তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য রত্নসিংহাসন ও তদুপযুক্ত আয়োজন করেন। ইহা দেখিয়া রামচন্দ্র তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন "তাপসপ্রবীণ! এবার এরূপ আড়ম্বরের প্রয়োজন কি?" তখন ভরদ্বাজ উত্তর করিলেন "মহারাজ! সংসারে অবস্থারই পূজা হইয়া থাকে, শরীর বা শরীরীর নহে।" মহাত্মা ডিউক অফ কেণ্ট দেনার দায়ে যে পার্লেমেণ্ট মহাসভার নিকট তাঁহার বার্ষিক বৃত্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য এক দিন লালায়িত হইয়া পরিশেষে আপনার সম্পত্তি বিক্রয় করিবার জন্য প্রার্থনা করিলে তাঁহার প্রার্থনায় কর্ণপাত করা হয় নাই, আজিও সেই পার্লেমেণ্ট; কিন্তু ডচেস্ অফ কেণ্ট এক্ষণে রাজমাতা। অতএব মহাজনের বাক্য চির দিন সফল।

জ্যেষ্ঠতাতের পরলোক-প্রাপ্তির পর মহারাণী ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু অভিষেক উপলক্ষে যে একটা উৎসব হওয়া আবশ্যক, এতদিন তাহা হয় নাই। বিশেষতঃ মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ন্যায় অন্য কোন রাজললনা ইংলণ্ডের সিংহাসনে সমাসীনা হয়েন নাই। সত্য বটে, মহারাজ্ঞী "আনি" "এলিজাবেথ" এবং "আনির"

ভগ্নী এই তিনটী রাজাঙ্গনা আমাদের মহারাণীর পূর্ব্বে ইংলণ্ডের অধীশ্বরীত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু মহারাণী "আনি" সিংহাসনারোহণকালে বিবাহিতা ও পুত্রবতী ছিলেন, "এলিজাবেথ" এত অল্পবয়স্কা ছিলেন না। "আনির" ভগিনী আপনার স্বত্ব স্বামীকে অর্পণ করিয়াছিলেন। এজন্য আমাদিগের ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার অভিষেক সকল অপেক্ষা নূতন রকমের বলিতে হইবে। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জুন এই অভিষেকোৎসব উপলক্ষে লণ্ডন নগরে মহাসমারোহ হইয়াছিল। এরূপ শুনা যায় উৎসব-দর্শন-পিপাসু ব্যক্তিদিগের সংখ্যা এতাধিক হইয়াছিল যে, লণ্ডনের সেণ্ট জেমস ষ্ট্রীটের পার্শ্ববর্ত্তী বাড়ীগুলির জানালা, বারান্দা এবং দালান মুহূর্ত্তের জন্য উচ্চদরে ভাড়া দিলি হয় এবং এক একটী বাড়ী এক দিনের জন্য হাজার টাকাও ভাড়া দেওয়া যায়।

এই সুখের উৎসব উপলক্ষে ইংলণ্ডের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের অনেকেই অনেক উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। ঊনত্রিংশ জন ব্যারণেট উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহাদিগের মধ্যে প্রসিদ্ধ উপন্যাস-লেখক বুলওয়ার লিটন সাহিত্য এবং জন ফ্রেডরিক উইলিয়ম হার্শেল দর্শনশাস্ত্রের জন্য পুরস্কৃত হইয়াছিলেন। রাজকর্ম্মচারীদিগের সকলেও যথাযোগ্য পারিতোষিক প্রাপ্ত হইলেন।

৪ঠা সেপ্টেম্বর বেলজিয়মাধিপতি রাজা লিওপোল্ড সস্ত্রীক ইংলণ্ডে আগমন করেন। মহারাণী অনেক দিনের পর পরম হিতৈষী মাতুলের সাক্ষাৎকার-লাভে যার পর নাই সুখিনী হইলেন। তাঁহাদিগের আগমনের জন্য আড়ম্বরের ত্রুটি হয়

নাই। তাঁহারা যে কয়েক দিন ইংলণ্ডে ছিলেন, মহারাণীর সহিত উইণ্ডসরের প্রাসাদে অবস্থিতি করিতেন।

দলাদলি সকল দেশে, সকল সমাজে, এবং সকল রাজ্যেই আছে; যেখানে আছে, সেইখানেই হিংসা, দ্বেষ, পরশ্রী-কাতরতাকে সঙ্গে লইয়া থাকে। ইংলণ্ডের রাজ্যশাসনেও দলাদলি আছে। টোরী ও হুইগ দুইটী সম্প্রদায় ইংলণ্ডের নেতা। উভয় দলে বিলক্ষণ টানাটানি চলিয়া থাকে। মহা-রাজ্ঞীর রাজ্যাভিষেকের পর নানা দিকে নানা কথা লঠিতে লাগিল। অনেকেই বলিতে লাগিল, টোরীসম্প্রদায় মহারাণীর পিতৃব্যগণের পক্ষ অবলম্বন করিয়া বিদ্রোহী হইবে, তাহারা মহারাণীর মন্ত্রিবর্গের রাজকার্য্য-পরিচালনে অকর্ম্মণ্যতার কথা উল্লেখ করিয়া ভয় প্রদর্শন করিতেছে। আবার অনেকে এরূপ কথাও বলিতে লাগিল যে, মহারাণী স্বয়ং প্যাপিষ্ট * হইবেন, প্যাপিষ্টকে বিবাহ করিবেন। আয়র্লণ্ডের সংবাদপত্র সকল এমন কথা প্রচার করিতে লাগিল যে, টোরীরা ষড়যন্ত্র করিয়া মহারাণীর প্রাণ নষ্ট করিতে ও তাঁহার পিতৃব্য ডিউক অফ কম্বর্লণ্ডকে সিংহাসনে বসাইবে। লাঙ্কসায়রের টোরীসম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তি একটী সমারোহসভায় মহারাণীর মন্ত্রিগণের প্রতি অতিশয় তীব্রভাষা প্রয়োগ করেন।

পাঠকবর্গ দেখিবেন, আমাদের মহারাণী অতি অল্পবয়সে এই সকল প্রবল শত্রুকে বশীভূত করিয়া আপনাকে নিরাপদ করিয়াছিলেন। তাঁহার মত বুদ্ধিমতী ও দূরদর্শিনী রমণী

---

* রোমান কাথলিক শব্দের অপভ্রংশ ও নীচ প্রয়োগ।

অতি বিরল। এই সকল আপদ-বিপদের হাত হইতে তিনি আপনাকে নিরুপদ্রব করিয়া ইংলণ্ডের সিংহাসনে অনড় অটল হইয়াছিলেন। এরূপ শত্রুসঙ্কুল অবস্থায় চিত্তের স্থৈর্য্য রক্ষা করা অল্প অধ্যবসায়ের কাজ নহে। তাঁহার অপরিমেয় বুদ্ধি, তীক্ষ্ণ বিবেচনাশক্তি, দুরবগম্য গাম্ভীর্য্য, এবং অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব গুণে তিনি পরিণামে দুর্দ্দম শিক্ষিত শত্রুদিগেরও ভক্তি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার অবস্থা এবং তৎকালোচিত বিচারবুদ্ধির বিষয় চিন্তা করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়, এবং সংসারে তাঁহার ন্যায় রমণী দ্বিতীয় কেহ ছিলেন বলিয়া হঠাৎ বিশ্বাস হয় না। তাঁহার সেই শত্রুগণ তখনও ছিলেন, তাহার পরেও ছিলেন এবং কেহ কেহ এখনও থাকিতে পারেন, কিন্তু থাকিলেও তাঁহারা মন্ত্রমুগ্ধ-বশীভূত বিষধরের ন্যায় অবস্থিতি করিতেছেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বিবাহ।

কেন্সিংটন প্রাসাদের নির্জ্জনবাসকালে মহারাণীকে এক দিনের জন্য বিষয়কর্ম্মসম্বন্ধে কোন চিন্তা করিতে হয় নাই। তাহার পরেই এই অল্প বয়সে বিপুল রাজ্যভার স্বীয় স্কন্ধে গ্রহণ করা প্রযুক্ত শুভ পরিণয় চিন্তা করিবার অবকাশ পর্য্যন্ত

তাঁহার ঘটিয়া উঠে নাই। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে কেন্সিংটন প্রাসাদে যখন কুমার আল্‌বার্টের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তখন হইতে তিনি কুমারের রূপ-গুণের পক্ষপাতিনী এবং তাঁহার একান্ত অনুরাগিণী হইয়াছিলেন। মহারাণী এক দিন তাঁহার মাতুল লিওপোল্ডকে একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন যে "সংসারে যিনি আমার প্রিয়তম হইবেন, আপনি তাঁহার স্বাস্থ্যের প্রতি বিলক্ষণ যত্ন লইবেন ও তাঁহাকে সাবধানে রাখিবেন।"

১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে মহারাণীর ভাবী পতি আল্‌বার্ট বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েন। এতদুপলক্ষে কোবর্গনগরে মহাসমারোহে একটী উৎসব হয়। অক্টোবর মাসের ১০ই তারিখে স্বীয় পিতৃব্য রাজা লিওপোল্ডের একখানি পত্র লইয়া ইংলণ্ডে আগমন করেন। তাঁহার অগ্রজ কুমার আর্নেষ্টও সঙ্গে আসিয়াছিলেন। ইংলণ্ডে আসিয়া তাঁহারা মহাসমাদরে মহারাণী কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হয়েন এবং মহারাজ্ঞীর সহিত উইণ্ডসরের রমণীয় প্রাসাদে অবস্থিতি করেন। ১৫ই অক্টোবরে মহারাণী কুমার আল্‌বার্টের সহিত পরিণয়সূত্রে বদ্ধ হইবার অভিপ্রায় তাঁহার মন্ত্রী মেল্‌বরণকে অবগত করেন। ২৩ শে নবেম্বর তিনি প্রিভি-কৌন্সিলে এই কথা ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

তিনি যে ঘোষণাপত্রখানি পাঠ করেন, সেই দিন তাহা মুদ্রিত হইয়া সাধারণের গোচর হয়। এই বিবাহের কথা শুনিয়া রাজ্যের ছোট বড়, ধনী নির্ধন, বালক বৃদ্ধ বনিতা সকলেই যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়াছিল। শুভ সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হইলে রাজকুমার আল্‌বার্ট ও তদীয় অগ্রজ আপনাদের জন্মভূমিতে প্রত্যাগমন করেন।

মহারাণী পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইলে তাঁহার ভাবী পারিবারিক বন্দোবস্তের নানাপ্রকার আয়োজন হইতে লাগিল। রাজকুমারের বার্ষিক বৃত্তি নির্দ্ধারণ ও তাঁহার দাস দাসী ও অন্যান্য অনুচর বর্গের নিয়োগ সম্বন্ধে বড় ধুমধাম হইতে আরম্ভ হইল। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ১৬ ই জানুয়ারী দিবসে মহারাণী মহাসভা পার্লেমেণ্টে আপনার বিবাহ-প্রস্তাব সকলকে জ্ঞাত করেন। তাঁহার নিজমুখে এই কথা শুনিবার জন্য সভাগৃহে, তাহার চতুর্দ্দিকে ও রাজপথে বহুলজনতা হইয়াছিল।

১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারীতে লর্ড টরিংটন ও জেনেরল গ্রে কুমার আল্‌বার্টকে আনিবার জন্য গোথা যাত্রা করেন এবং পরবর্ত্তী ১০ই ফেব্রুয়ারী শুভবিবাহের দিনস্থির হয়। কুমারকে ইংলণ্ডে আনয়ন করিবার পূর্ব্বে "অর্ডর অফ দি গার্টার" উপাধি দিবার সনন্দও তাঁহাদিগকে দেওয়া হইয়াছিল। তাঁহারা গোথা নগরীতে উপস্থিত হইলে মহাসমারোহ ও সমাদরে গৃহীত হয়েন। ২৮শে জানুয়ারীতে কুমার আল্‌বার্ট ইংলণ্ডীয় লর্ড এবং জেনেরল মহাশয়দিগের সহিত গোথা পরিত্যাগ করিয়া ইংলণ্ড যাত্রা করিলেন। আসিবার সময় তাঁহার পিতা ও অগ্রজ সঙ্গে ছিলেন। যে দিন রাজকুমার গোথা পরিত্যাগ করেন, সে দিন গোথানিবাসী সকলেই কুমারের বিদায়ে যার পর নাই দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য উপস্থিত হয়। গোথা নগরের রাজপথে, অট্টালিকার ছাদে, গবাক্ষে মস্তকের উপর মস্তক, সকলেরই আগ্রহ কুমার আল্‌বার্টকে দেখিবে। ৬ই ফেব্রুয়ারী দিবসে তাঁহারা ইংলণ্ডের "ডোবার" নগরে পৌঁছিয়া তত্রত্য "ইয়র্ক" নামক হোটেলে রাত্রি যাপন করেন। পরদিন

"ক্যান্টারবরীতে" অবস্থিতি করিয়া ৮ই লণ্ডননগরে উপস্থিত হয়েন। তাঁহারা যখন যেখান দিয়া আসিয়াছিলেন, সেই-খানকার লোকেরাই মহান্ আনন্দোৎসবে ভাসমান হইয়া তাঁহাদিগকে দর্শন করিবার জন্য সমবেত হইয়াছিল।

৯ই ফেব্রুয়ারী রবিবার দিন রাজপুত্র আল্‌বার্ট ও মহারাণী একত্রে লণ্ডননগরের পুরোহিতের সহিত উপাসনাকার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন। এই দিবস রাজকুমার তদীয় সহধর্ম্মিণীকে বৈবাহিক উপহারস্বরূপ হীরক এবং নীলপ্রস্তরগ্রথিত একটী কণ্ঠাভরণ প্রদান করিলে মহারাজ্ঞীও তদ্বিনিময়ে কুমারকে হীরক-ময় গাটার, বক্ষোভূষণ সুবর্ণতারকা, এবং সম্মানসূচক পদক একখানি অর্পণ করেন।

১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারীর রজনী প্রভাত হইল। ইংলণ্ডীয়প্রথানুসারে রাজপরিজনদিগের উদ্বাহকার্য্য বেলাপ-রাহ্ণে সম্পন্ন হইত, কিন্তু মহারাণীর শুভবিবাহ দিবা দুই এক ঘটিকার সময় হইবে বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল। রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র লণ্ডননগর ও তাহার চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী নানা স্থান হইতে সহস্র সহস্র লোক আসিয়া বকিংহাম প্রাসাদ হইতে সেণ্ট জেম্‌স প্রাসাদ পর্য্যন্ত সমুদায় রাজপথটী পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিল; তিল ফেলিবার স্থান রহিল না। পথিপার্শ্বে বাড়ীর ছাদ, বারাণ্ডা, দালান, গবাক্ষ, যে যেখানে পাইল দণ্ডায়মান হইল। এই সকল স্থানে এক এক জনকে দাড়াইবার জন্য পাঁচ সিলিং (আড়াই টাকা) ভাড়া দিতে হইল। যাহাদিগের অর্থব্যয় করিবার ক্ষমতা ছিল না, তাহারা বৃক্ষে আরোহণ করিল। মনুষ্যভারে বৃক্ষশাখা সকল তন্নিম্নবর্ত্তী দর্শকদিগের শিরঃস্পর্শ

করিতে লাগিল। অদ্ভুত জনতা. এমন কেহ কখন দেখে নাই। নির্দ্দিষ্ট সময়ে লণ্ডনস্থ সেণ্ট জেম্‌স প্রাসাদে মহাড়ম্বরে মহারাণীর পরিণয়কার্য্য সমাধা হইল। অনন্তর নব দম্পতি বাকিংহাম প্রাসাদে প্রত্যাগমন করিয়া আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবে মিলিত হইয়া সমারোহের সহিত আহারাদি করিলেন।।

অদ্য প্রাতঃকালে আকাশমণ্ডল মেঘ-বৃষ্টি ও কুজ্‌ঝটিকাতে অন্ধকারময় হইয়াছিল। রাজদম্পতি পরিণীতা হইয়া উপাসনামন্দির হইতে প্রত্যাগমন করিলে পর আকাশের সেই বিকৃত ভাব তিরোহিত হয় এবং দিবা চারিটার সময় মেঘমুক্ত দিবাকর সুবর্ণময় কিরণজাল বিস্তার করিয়া যেন জগজ্জনকে জ্ঞাপিত করেন যে, মহারাণীর বিপদ-বারিদ বিনষ্ট হইয়া সুখের দিন আসিল। এক্ষণকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, আকাশের নির্ম্মলতা এবং বায়ুর অনুকূল ভাব ইংলণ্ডীয়দিগের হৃদয়ে চিরস্মৃতি রক্ষা করিয়াছে। এতদ্দ্বারা মহারাজ্ঞীর ভাগ্যসম্বন্ধে সাধারণের এক বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, তিনি ঈশ্বর কর্ত্তৃক সৌভাগ্যসুখে সুখিনী হইতে পারিবেন। এজন্য আজিকার আবহাওয়াকে তাঁহারা রাজ্ঞীসমীর বা "কুইন্স ওয়েদার" বলিয়া থাকেন।

বিবাহের পর কয়েক দিন রাজপরিবারমধ্যে যার পর নাই আনন্দোৎসব ও মহা ধুমধামে ভোজ, নাচ, তামাসা চলিতে লাগিল। তাহার পর কিয়দ্দিন ধরিয়া নানা স্থান হইতে অভিনন্দন ও প্রকৃতিবর্গের সন্তোষ পূর্ব্বক পত্রাদি সমাগত হইতে থাকিল। সভাসমিতি আহূত হইয়া নানা প্রকার কার্য্যের অনুষ্ঠান চলিল। আনন্দের সীমা নাই। ত্রিটন দ্বীপের চতুর্দ্দিক্‌বর্ত্তী

জলরাশি যেন মহান্ আনন্দময় হইয়া সমস্ত দ্বীপরাজ্যকে নাচাইতে লাগিল।

বিবাহের পর কুমার আল্‌বার্ট মহারাণীর সহিত ইংলণ্ডে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সংসার।

পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়া আমাদের মহারাণী যেমন প্রকৃত সংসারিণী হইলেন তেমনি তিনি দুরূহ-রাজ্যভার-বহনের এক জন উপযুক্ত সহকারী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কারণ কুমার আল-বার্ট বিশেষ সুশিক্ষিত, বিবেচক, বুদ্ধিমান্ এবং সুদূরদর্শী পুরুষ ছিলেন। বিবাহের পর কিছুদিন কুমার আলবার্ট প্রকাশ্য ভাবে, রাজকার্য্যে হস্তার্পণ করিতেন না। কিন্তু রাজকার্য্য-পরিচালনে যাহা কিছু সাহায্যের প্রয়োজন হইত তাহার জন্য মহারাণীর কোন অভাব হইত না।

তাহার পর মহারাণী আপন মন্ত্রী লর্ড মেলবরণের সহিত পরামর্শানুসারে স্বামীকে সমস্ত বৈদেশিক কার্য্যের ভারার্পণ করিয়াছিলেন। রাজকার্য্যে হস্তার্পন করিবার কিছুদিনমধ্যেই কুমার আপনাকে বেশ সুদৃঢ় করিয়া লইয়াছিলেন। মহারাণী বেশ বুঝিতে পারিলেন যে যাবতীয়-গুরুতর-প্রশ্ন-মীমাংসায় তাঁহার স্বামীই একমাত্র অবলম্বন।

প্রথমতঃ দিনকতক রাজকুমার আল্‌বার্টের শারীরিক স্বাস্থ্য কিঞ্চিৎ বিকৃত হইয়াছিল। ইংলণ্ডের জল বায়ু তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন, তাহার উপর বিবাহের পর ভোজ ও নাট্যামোদ জন্য রাত্রিজাগরণই তাহার প্রধান কারণ। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের "ঈষ্টার" পর্ব্ব উইণ্ডসর প্রাসাদে অতিবাহিত হইল। ২০শে এপ্রিল সোমবার দিন আকস্মিক রাজপুত্রের এক দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। তিনি অশ্বারোহণে ভ্রমণ করিতে করিতে পতিত হইয়া আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে আঘাত ততটা সাংঘাতিক হয় নাই। এই দুর্ঘটনায় মহারাণী যার পর নাই কাতরা হইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন "আমার প্রিয়তম অতুল ও জীবনের অমূল্যধন স্বামী যে বিপদে পড়িয়াছেন তাই ভাবিয়া আমি অস্থির হইতেছি।"

জন্মাবধি আমাদের মহারাণী কখন তাঁহার মাতার নিকট হইতে পৃথক অবস্থিতি করিতেন না, এবং ইংলণ্ডে গমনাবধি ডচেস্ কেণ্ট মহোদয়াও কখনও একাকিনী থাকিতেন না, সর্ব্বদাই কন্যাকে নিকটে রাখিতেন। মহারাণীর বিবাহের পর তাঁহার মাতার পৃথক্ বাসস্থানের প্রয়োজন হইল। ১৩ই এপ্রিল "বেল্‌গ্রেভ স্কোয়ারের" "ইংগেষ্ট" গৃহে তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। কিন্তু তিনি দুসন্ধ্যা দুবেলা কন্যার সহিত একত্রে আহার করিতেন। তিনি যেমন অপত্যস্নেহের একান্ত বশবর্ত্তিনী, কন্যাও তেমনি মাতৃভক্তিমতী। এজন্য তাঁহারা সর্ব্বদাই দেখা-সাক্ষাৎ ও আহার-বিহার করিতেন।

১০ই জুন দিন বৈকালে মহারাণী স্বামীর সহিত একখানি ফিটনে আরোহণ করিয়া যখন কন্‌ষ্টিউসন হলের নিকট দিয়া

যাইতেছিলেন তখন "এডওয়ার্ড অক্সফোর্ড" নামক জনৈক দুরাত্মা মহারাণীর জীবন-হানির চেষ্টায় তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া একটী গুলি নিক্ষেপ করে। সৌভাগ্যক্রমে সেই গুলি তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারে নাই। হঠাৎ বন্দুকের শব্দ হইবামাত্র তাঁহার স্বামী তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া জিজ্ঞাসা করেন, তাঁহার ভয় হইয়াছে কি না। তাহাতে তিনি ঈষৎ হাস্য করেন। লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইল দেখিয়া পাপিষ্ঠ অক্সফোর্ড আবার একটী গুলি নিক্ষেপ করে, কিন্তু ঈশ্বর আমাদের মহারাণীর সহায়, সুতরাং তাহাও ব্যর্থ হইল। এবারে মহারাণী স্বামীর অন্তরালে বসিয়া পড়িলেন, গুলিটী অপর দিকে গিয়া একটী দেওয়ালের গায়ে লাগে। এই ঘটনা দেখিয়া চতুর্দ্দিকস্থ ব্যক্তিগণ পাপাত্মা অক্সফোর্ডকে গ্রেপ্তার করে এবং তাঁহারা নিরাপদে ডচেশ্ কেণ্ট মহোদয়ার সমীপে উপস্থিত হয়েন। এডওয়ার্ড অক্স-ফোর্ডের বয়স সপ্তদশবর্ষমাত্র। সে একটা সামান্য পান্থবাসের পরিচারক। গ্রেপ্তার হইয়া সে আপনি উন্মাদগ্রস্ত এরূপ পরিচয় দেয়, কিন্তু বাস্তবিক সে প্রকৃতিস্থ ছিল। তাহাকে যাবজ্জীবনের জন্য বাতুলাশ্রয়ে রাখিবার আদেশ হয়। এই সংবাদ রাজ্যমধ্যে প্রচারিত হইলে মহারাণীর প্রজাগণ যৎপরো-নাস্তি দুঃখিত হইয়াছিলেন এবং ঈশ্বর যে প্রসন্ন হইয়া তাঁহার জীবন রক্ষা করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

কুমার আল্‌বার্ট অতিশয় চিত্র ও সঙ্গীতামোদ-প্রিয় ছিলেন, এজন্য এই দুই চিত্তরঞ্জন কার্য্যে অবকাশকালের অধিকাংশ ক্ষেপণ করিতে ভাল বাসিতেন। যে দিন দুরাত্মা অক্সফোর্ড

মহারাণীর প্রতি গুলি নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার প্রাণনাশের উদ্যম করে, সেই দিন হইতে সকলেরই মত হয় যে, যদি বিধি-বিড়ম্বনায় অকস্মাৎ তাঁহার মৃত্যু হয়, তবে ইংলণ্ডের সিংহাসন লইয়া একটা মহা হুলস্থূল পড়িবে। অতএব ঈশ্বর না করুন— যদিই ইংলণ্ডের দুরদৃষ্টক্রমে এরূপ দুর্ঘটনা ঘটে, তবে পূর্ব্ব হইতে তাহার জন্য একটা ব্যবস্থা করিয়া রাখা ভাল, এই বিবেচনায় লর্ড মেল্‌বরণ, ডিউক ওয়েলিংটন, সার রবার্ট পীল ও রক্ষণশীল দলের অন্যান্য সভ্যগণ একত্রিত হইয়া পরামর্শ স্থির করেন যে, মহারাণীর অবর্ত্তমানে কুমার আল্বার্টই সর্ব্বতোভাবে ইংলণ্ডের সিংহাসনের যোগ্য এবং তাঁহাকেই তৎপদে অভিষিক্ত করা হইবে। তদনুসারে একখানি আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইয়া পার্লেমেণ্ট মহাসভায় উপস্থিত করিলে মহারাণীর খুল্লতাত সসেক্সের ডিউক ব্যতীত সকলেই তাহার অনুকূল অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। কিন্তু মহারাণীর খুল্লতাতের কোন মতে এমত ইচ্ছা ছিল না যে, ইংলণ্ডের রাজাসনে তৃতীয় জর্জের পুত্র-পৌত্রগণের স্বত্বলোপ হয়। কিন্তু তিনি একাকী কি করিতে পারেন, যখন সকল সভ্যই একমত হইলেন, তখন তাঁহার সমস্ত চেষ্টা নিষ্ফল হইল। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে, প্রিন্স আল্বার্ট ইংলণ্ডের প্রকৃতিবর্গের কতদূর প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি যেরূপ সদাশয়, সচ্চরিত্র ও শিষ্টাচারসম্পন্ন ছিলেন, তাহাতে এমন পাষাণ্ড কেহই নাই তাঁহাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা না করিবে বা ভালবাসিতে অনিচ্ছু হইবে। লোকরঞ্জন তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত ছিল। তজ্জন্য তাঁহাকে অনেক সময় স্বার্থহানি পর্য্যন্ত করিতে হইত।

তাহাতেও তিনি কুণ্ঠিত ছিলেন না। রাজকার্য্য হইতে অল্প-মাত্র অবকাশ পাইলেই তিনি কৃষি, শিল্প ও বিজ্ঞান বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইয়া ছাত্রগণের বিদ্যাশিক্ষার তত্ত্বাবধারণ করিতেন। কি উপায় অবলম্বন করিলে স্থপতি ও শ্রামিক লোকদিগের স্বাস্থ্য ও মানসিক উন্নতি সাধিত হইবে, তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেন। সাধারণের হিতানুষ্ঠানের জন্য তাঁহাকে মহানগরীর নানাস্থানে পদব্রজে ভ্রমণ করিতে দেখা যাইত।

১১ই আগষ্ট দিবসে তিনি প্রথম পার্লেমেণ্ট সভায় উপস্থিত হইয়া মহারাণীর সিংহাসনের অতিনিকটেই আপনার আসন গ্রহণ করেন। সসেক্সের ডিউক মহোদয় ব্যতীত ইহা দেখিয়া সকলেই সাতিশয় আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। এই বৎসর ২৭ শে আগষ্ট প্রিন্স আল্‌বার্টের জন্মদিন উপলক্ষে লণ্ডন নগরী প্রথম আলোকমালায় বিভূষিত এবং নানাপ্রকার আনন্দোৎসবে পরিপূর্ণ হয়। ১১ই সেপ্টেম্বরে তিনি প্রিভি কৌন্সিলের একজন সভ্য নিযুক্ত হয়েন।

আজি কালি আমাদের মহারাণীর দৈনিক কাজ-কর্ম্ম এবং জীবনযাত্রা নির্ব্বাহসম্বন্ধে সাংসারিক কয়েকটী কথা বলিব। তাঁহারা স্ত্রী-পুরুষে প্রাতে শয্যা ত্যাগ করিয়া নয়টার সময় কিঞ্চিৎ জলযোগ করিতেন; জলযোগের পর উভয়ে একবার বেড়াইতে যাইতেন, তাহার পরে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন, রাজকার্য্য সমাপিত হইলে কিয়ৎ কাল চিত্র ও মুদ্রাকার্য্যে সময়ক্ষেপ করিতেন, দিবা দুইটার সময় অল্পপরিমাণ আহার করিতেন। বৈকালে মন্ত্রিপ্রবর লর্ড মেল্‌বরণ মহারাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন; রাজকার্য্যসম্বন্ধে কোন কথা-

বার্ত্তা কহিবার প্রয়োজন হইলে, এই সময় তাহা হইত। বেলা পাঁচটার সময় মহারাণী স্বামীর সহিত একখানি ফিটনে আরোহণ করিয়া বেড়াইতে বাহির হইতেন। যদি কোন দিন রাজকুমার অশ্বারোহণে যাইতেন, তাহা হইলে মহারাজ্ঞীর মাতা কিম্বা অন্য কোন লর্ড-ললনা তাঁহার সঙ্গে গাড়ীতে যাইতেন। বৈকাল-ভ্রমণের পর প্রাসাদে আসিয়া কুমার আল্‌বার্ট সন্ধ্যাকালে দাবা খেলিতেন, এই খেলায় তিনি বিলক্ষণ পারদর্শী ছিলেন। দাবাখেলার পর মহারাণীর স্বামী তাঁহাকে নানা পুস্তক পাঠ করিয়া শুনাইতেন; তাহার পর তাঁহারা আহার করিয়া নিদ্রা যাইতেন।

কুমার আল্‌বার্ট দেশ ভ্রমণে ও স্বাভাবিক-সৌন্দর্য্য-দর্শনে স্বভাবতঃ অনুরক্ত ছিলেন। এজন্য তিনি ক্ল্যারেমণ্ট ও তাহার নিকটবর্ত্তী পল্লী সকলে সর্ব্বদাই ভ্রমণ করিতে বড় ভালবাসিতেন। কুমারের সহবাসে মহারাণীও ক্রমশঃ তাঁহার রুচির অংশভাগিনী হইতে থাকেন; এমন কি পল্লীবাসে এতই তাঁহার অনুরাগ জন্মে যে, তিনি আপনার দৈনিক বিবরণের এক স্থানে উল্লেখ করিয়াছিলেন যে "যে স্বামী আমার ইহ জীবনের একমাত্র পূজনীয় বন্ধু, যিনি আমার সর্ব্বে সর্ব্বা, তাঁহার সহিত অবস্থানে নির্ম্মল, শান্তিময় পল্লীবাসের সারবৎ সুখ লণ্ডনের আমোদ আহ্লাদ অপেক্ষা দীর্ঘস্থায়ী।" যত দিন যাইতে লাগিল তাঁহার পল্লীবাসেচ্ছা ততই বলবতী হইতে লাগিল। ক্রমে লণ্ডনবাস অপ্রীতিকর হইয়া উঠিল।

১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ২১শে নবেম্বর মহারাণীর জ্যেষ্ঠা কন্যা লণ্ডনের বকিংহাম প্রাসাদে ভূমিষ্ঠা হয়েন। প্রসবকালে মহারাণীর

কোন কষ্টই হয় নাই। যৎকালে তিনি সূতিকাগারে অবস্থিতি করিতেন, প্রিন্স আলবার্ট সর্ব্বদাই তাঁহার নিকটে থাকিয়া শুশ্রূষাদি করাইতেন এবং যাবতীয় রাজকার্য্য আপনি নির্ব্বাহ করিতেন। মহারাজ্ঞী কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে তাঁহার উইণ্ডসর প্রাসাদে গমন করেন। তাঁহাদের উভয়েরই আশা ছিল, পুত্রসন্তান জন্মিবেন, কিন্তু কন্যা হওয়ায় যেন একটু ক্ষুণ্ন হইয়াছিলেন। এই আশা সকল পিতা মাতারই স্বাভাবিকী; সুতরাং তাঁহাদিগের সম্বন্ধে এই স্বাভাবিক নিয়মের ব্যভিচার সম্পূর্ণ অসঙ্গত। খৃষ্টের জন্মোৎসব তাঁহাদের উইণ্ডসর প্রাসাদেই সম্পন্ন হইয়াছিল।

রাজকুমারী ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র ব্যারণ ষ্টক মারের পরামর্শানুসারে তাঁহার জন্য উপযুক্ত ধাত্রী নিযুক্ত করা হইয়াছিল। কারণ ব্যারন মহাশয় বলিতেন "জীবনের প্রথম দিন হইতেই শিক্ষা আরম্ভ হয়, ধাত্রীই প্রথম-শিক্ষাদাত্রী, অতএব সর্ব্বাগ্রে উপযুক্তা ও সুশিক্ষিতা ধাত্রী নিয়োগ বাঞ্ছনীয়।" ১০ই ফেব্রুয়ারী মহারাণীর বিবাহের বাৎসরিক দিন। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দের সেই দিনে বকিংহাম প্রাসাদে অভিনব রাজনন্দিনীর নামকরণ ও খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষা হয়। তাঁহার নাম "ভিক্টোরিয়া এডেলেড মেরী লুইসা" রাখা হইল। ইনিই এক্ষণে জর্ম্মণীর রাজবধূ হইয়াছেন।

শীতকালে সৌধমালাভূষিত ইংলণ্ডভূমি ঘনতর-তুষারাচ্ছন্ন হয়; পথ, ঘাট, মাঠ, গ্রাম, পল্লী, জলাশয় বরফরাশিতে ধপ্ ধপ্ করিতে থাকে, আকাশে সূর্য্যদেব তুষারাবৃত থাকেন, যেন সোণার থালা সাদা চাদরে ঢাকা বলিয়া বোধ হয়। এই সময় তুষারাচ্ছন্ন জলাশয়ের উপর ইংলণ্ডবাসিগণ মহানন্দে স্কেটীং ক্রীড়া করিয়া থাকেন। রাজকুমারীর দীক্ষার

পূর্ব্ব দিনে তাঁহার পিতা বকিংহামপ্রাসাদসংলগ্ন জলাশয়ের উপর ক্রীড়া করিতে করিতে অসাবধানতাপ্রযুক্ত জলমগ্ন হয়েন। তৎকালে মহারাণী তথায় উপস্থিত ছিলেন, স্বামীর বিপদদর্শনে অত্যন্ত ভীতা হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারই প্রত্যুৎপন্নমতিত্ববলে প্রিন্স আল্‌বার্টের জীবনরক্ষা হইয়াছিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

প্রাণনাশের উদ্যোগ।

এই বৎসর মহারাণী প্রিন্স আল্‌বার্টের সহিত রাজ্যের নানা স্থান পরিভ্রমণ করেন। নুনেহাম, অক্সফোর্ড, অবরণ আবি, পান সাঙ্গর, ব্রকেট হল, এবং হার্টফিল্ড নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা তত্রত্য প্রকৃতিপুঞ্জের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। তাঁহারা যখন যে স্থান দিয়া যে যে স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন, সেই সেই স্থানের প্রজাগণ মহান্ আনন্দ ও সমারোহে তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিয়াছিল।

মে মাসের শেষভাগে মহারাণীর জননী ডচেশ্ কেণ্ট মহোদয়া আপনার জন্মভূমি দর্শন করিবার জন্য জর্ম্মণীতে গমন করেন। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে বিপুল-বিখ্যাত-নাম্নী কন্যা

ভিক্টোরিয়াকে জঠরে ধারণ করিয়া যে তিনি ইংলণ্ডে প্রবেশ করেন, তাহার পর এই তাঁহার ইংলণ্ডের বাহিরে পদার্পণ হইল। তিনি ব্যাভেরিয়া প্রদেশের "অমরবচ" প্রাসাদ হইতে ৭ই জুন দিবসে আপনার কন্যাকে যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন, সেখানি পাঠ করিয়া জগতের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনীয়তা এবং সুখের অবস্থায় অতীত দুঃখের স্মৃতি যে কতটা মনোহারিণী হয়, তাহা চিন্তা করিলে মন কেমন পুলকিত হইয়া থাকে, তাহাই দেখাইবার জন্য আমরা সেই পত্রখানির অবিকল অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি ;—

"তোমাকে যে আমি এখান হইতে এই পত্রখানি লিখিতেছি তাহা আমার স্বপ্নবৎ বোধ হইতেছে। এক্ষণে আমার মন বড় আবেগপূর্ণ। তোমার আল্‌বার্টের এবং অমূল্য নিধি ক্ষুদ্র কন্যাটীর চিন্তায় মন সর্ব্বদা নিবিষ্ট। এখানকার দরিদ্র প্রজালোকের সাদর সম্বর্দ্ধনায় আমি সম্পূর্ণরূপে মুগ্ধ হইয়াছি, এবং তাহাদিগের পবিত্র প্রীতি ও কৃতজ্ঞতার প্রচুর প্রমাণ প্রাপ্ত হইতেছি। এই ক্ষুদ্র স্থানটীর সর্ব্বত্র কোলাহলময়। তোমার প্রিয় পিতা যে গৃহে বাস করিতেন, আমি তাহাতে অবস্থিতি করিতেছি। চাল শ * আমার জন্য অন্য একটী সুন্দর গৃহ সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি বাড়ীটীর অনেক

---

* মহারাণীর মাতা ডচেশ্ কেণ্ট মহোদয়া প্রথমতঃ ব্যাভেরিয়ার অন্তর্গত লিনিঞ্জেনের রাজকুমারকে বিবাহ করেন, তাঁহার ঔরষে মহারাণীর মাতার একটী পুত্র ও কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পুত্রটীর নাম চাল শ। তিনিই এক্ষণে লিনিঞ্জেনের অধিকারী হইয়া অমরবচের প্রাসাদে অবস্থিতি করিতেছিলেন।

পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে যখন আমরা এখান হইতে চলিয়া যাই, তখন তোমার পিতা সেই সকল সংস্কারকার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন।”

১৮৪১ খৃষ্টাব্দের ৯ই নবেম্বর দিবসে ইংলণ্ডেশ্বরী ও তাঁহার স্বামী ইহ সংসারের এক নূতন মুখের মুখ দর্শন করেন। সুন্দরী আশা মূর্ত্তিমতী হইয়া তাঁহাদিগকে সাক্ষাৎ দিল এবং হস্তে জয়পতাকা, শিরে বিজয়মুকুট ধারণ করিয়া তাঁহাদের হৃদয়-ক্ষেত্র অধিকার করিল,—মহারাজ্ঞীর জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রিন্স অফ ওয়েল্‌স বকিংহাম প্রাসাদে ভূমিষ্ঠ হইলেন। এবারেও প্রসবান্তে মহারাণীর কোন কষ্ট হয় নাই। ৬ই ডিসেম্বরে মহারাণী ইংলণ্ড হইতে উইণ্ডসর প্রাসাদে গমন করেন। রাজপরিবারদিগের দীক্ষা ও নামকরণাদি পূর্ব্বে রাজপ্রাসাদেই সম্পন্ন হইত, কিন্তু ইংলণ্ডের এই ভাবী ভূপতির সম্বন্ধে পৃথক্ বন্দোবস্ত হইয়াছিল। উইণ্ডসরস্থ সেণ্ট জর্জের উপাসনা-মন্দির এই কার্য্যের জন্য মনোনীত করা হয়। ২৫শে জানুয়ারী দিবা ১০টার সময় বিশেষ সমারোহ ও আড়ম্বরের সহিত শুভকার্য্য সমাধা হইয়াছিল। প্রুসিয়ার অধিপতি ফ্রেডরিক উইলিয়ম এই উৎসবে উপস্থিত থাকিয়া দীক্ষাকালে প্রতিভূত্ব সম্পাদন করিয়াছিলেন। নবকুমারের নাম আল্‌বার্ট এডওয়ার্ড রক্ষা করা হইল।

এই বৎসর প্রিন্স আল্‌বার্টের অগ্রজ কুমার আর্ণেষ্টের শুভ পরিণয়ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। কিন্তু এই সময়ে ইংলণ্ডের এবং বিদেশাধিকৃত রাজ্যের অবস্থা এতদূর কুটিল ও বিশৃঙ্খল হইয়া উঠে যে, প্রিন্স আল্‌বার্ট অগ্রজের পরিণয়োৎসবে উপস্থিত হইতে অসমর্থ হয়েন। ইংলণ্ডে নানাপ্রকার গুরুতর রাজ-

নৈতিক প্রশ্ন উপস্থিত হয়। রাজ্যমধ্যে শ্রমজীবীদিগের কার্য্যের অপ্রতুলতা, বেতনের অল্পতা, খাদ্যদ্রব্যের মহার্ঘতা এবং তদ্ধেতু শিল্পপ্রধান স্থানসকলের বিপুল ক্লেশের সংবাদে গবর্ণমেণ্টের প্রগাঢ় উদ্বেগ উৎপাদন করিয়াছিল। এই বিভীষিকা সকল নিবারণের জন্য মহারাণীকে নানাপ্রকার অনুষ্ঠান করিতে হয়। আবার এই সময়েই চীনদেশে ভীষণ সমর সংঘটন ও আফগানস্থানে ব্রিটিশ সৈন্য যার পর নাই বিপদাপন্ন হওয়ার সংবাদ আইসে। দয়াবতী মহারাণী আপনার প্রজাদিগের দারিদ্র্যদুঃখের জন্য অতিশয় দুশ্চিন্তামগ্ন থাকিতেন, এবং তাহার প্রতিকারের জন্য আপনার সুখ-শান্তি পরিত্যাগ করিয়া সতত তাহার বিহিত উপায় চিন্তা করিতেন। যাহা হউক মহারাজ্ঞীর সৌভাগ্যবলে ও তাঁহার গুণপ্রতাপে সে সকল অত্যাপাত নিবৃত্তি পাইয়াছিল।

এই দুর্ব্বৎসরে দারুণ দুশ্চিন্তার সময় ফ্রান্সিস নামা আর এক দুরাত্মা মহারাণীর অমূল্য জীবনরত্ন অপহরণের প্রয়াস পাইয়াছিল। ২৯শে মে রবিবার দিবা দুই প্রহরের সময় তিনি প্রিন্স আল্‌বার্টের সহিত সেণ্ট জেম্‌স প্রাসাদের উপাসনামন্দির হইতে আসিতেছিলেন। ষ্টাফোর্ড হাউসের নিকটে রাজদর্শনপিপাসু প্রকৃতিকুলের জনতামধ্য হইতে দুর্ম্মতি ফ্রান্সিস পিস্তলে গুলি নিক্ষেপ করে। ঈশ্বরানুগ্রহে এবারেও তাঁহার একগাছি কেশেরও হানি হয় নাই। পুলিশ তাহাকে ধৃত করিয়া বিচারালয়ে পাঠাইয়া দেয়। ১৭ই জুনে তাহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হয়। আহা আমাদের মহারাণীর মনের কি অসীম উচ্চতা, অতুল মহত্ত্ব,—তাঁহার করুণ হৃদয় প্রজার দুঃখে গলিয়া গেল। তিনি ফ্রান্সিসের জীবনরক্ষার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

ফ্রান্সিস বাঁচিয়া গেল, কিন্তু পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল; এমন অসাধারণ গুণবতী রাণীর রাজ্য হইতে চিরজীবনের জন্য নির্ব্বাসিত হইল।

যে দিন পাপমতি ফ্রান্সিসের নির্ব্বাসনাজ্ঞা প্রচারিত হয়, সেই দিনেই "বীন" নামক আর এক নরকুলকলঙ্ক আবার মহারাণীর প্রতি গুলি-চালনা করে। ঈশ্বর যাঁহার সহায়, মনুষ্যে তাঁহার কি করিতে পারে? করুণানিধান মঙ্গলময় ঈশ্বর এবারেও তাঁহার পবিত্র জীবন বিঘ্নবিহীন করিয়াছিলেন। রাজমন্ত্রী সার রবার্ট পীল এই সময়ে কেম্ব্রিজে অবস্থিতি করিতেছিলেন। এই সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র তিনি ব্যাকুলহৃদয়ে রাজধানীতে আসিয়া মহারাণীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। দারুণ দুশ্চিন্তার পর মহারাণীকে নিরাপদে দেখিয়া সুখাতিশয্য হেতু মন্ত্রিবর আপনার স্বাভাবিক আত্মসংযমতা রক্ষায় অসমর্থ হইয়া অশ্রুধারায় হৃদয় প্লাবিত করিলেন। আদালতের বিচারে বীনকে ১৮ মাস কঠিন শ্রম সহ কারাবদ্ধ করা হয়।

জুলাই মাসে মহারাণী স্বামীকে সঙ্গে লইয়া স্কটলণ্ডদেশে যাত্রা করেন। সেখানকার প্রজারা নানাপ্রকার গোলযোগ ঘটাইয়া অবাধ্যতার সূত্রপাত করিয়াছিল। মহারাণীর পদার্পণে সকলই মিটিয়া গেল। প্রকৃতির মুক্তহস্ততার পরিচয়ে ও স্কটলণ্ড-ভূমি-সন্দর্শনে প্রিন্স আল্‌বার্ট বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। ২৩ শে নবেম্বর ওয়েমার কাশলে অবস্থিতিকালে মহারাণী চীনদেশে শান্তি এবং আফগানস্থান পুনর্জ্জয়ের সংবাদ পাইয়া ভারতীয় ও চীনদেশীয় সৈন্যদের মধ্যে পুরস্কারস্বরূপ কতকগুলি পদক বিতরণের আজ্ঞা দেন।

১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের ২৪ শে এপ্রিল মহারাজ্ঞীর দ্বিতীয়া কন্যা "এলিশ মডমেরী" জন্মগ্রহণ করেন। ২রা জুনে তাঁহার দীক্ষা ও নামকরণ হয়। এই বৎসর ১লা জুলাই ওয়েষ্ট মিনিষ্টার হলে মহাড়ম্বরে একটী চিত্রপ্রদর্শনী উদ্ঘাটিত হইয়াছিল। নানাদিগ্দেশবর্ত্তী সহস্র সহস্র ব্যক্তি কৌতূহল-প্রদীপ্ত হইয়া এই প্রদর্শনী দর্শনার্থ উপস্থিত হয়। চিত্রকরগণ পারদর্শিতানুসারে বহুল-পুরস্কার-লাভে যথেষ্ট উৎসাহ লাভ করে।

বহু দিন হইতে মহারাণীর ইচ্ছা ছিল যে, তিনি ফ্রান্সের রাজা লুই ফিলিপ ও তদীয় গুণবতী মহিষীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ফরাসীরাজ্য এবং তত্রত্য রাজবংশের সহিত সখ্যতা বৃদ্ধি করেন। ফরাসীরাজ মহারাজ্ঞীর পিতৃবন্ধু, এবং তাঁহার মাতুলানী কুমারী লুইশা ফ্রান্সরাজ-দুহিতা ছিলেন। এই সম্বন্ধে উভয় রাজবংশে বিশেষ অন্তরঙ্গতা জন্মিয়াছিল। মহারাণী বহুদিবসের বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য প্রিন্স আল্‌বার্টের সহিত ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের ২৮ শে আগষ্ট "ভিক্টোরিয়া ও আল্‌বার্ট" নামক নূতন বাষ্পীয় পোতে সাউদাম্পটন নগর হইতে যাত্রা করিয়া ২রা সেপ্টেম্বর ফরাসীরাজ্যে উপনীত হয়েন। ফরাসীরাজ স্বয়ং তাঁহাদিগের অভ্যর্থনার জন্য সমুদ্রকূলে উপস্থিত ছিলেন। ফ্রান্সদেশ-ভ্রমণে আমাদের রাজদম্পতি বিপুল আনন্দ লাভ করেন এবং তাঁহারা সর্ব্বত্র সাদর ও সমারোহে পরিগৃহীত হয়েন। ফ্রান্সরাজ ও তাঁহার প্রকৃতিবর্গের বিনয় ও শিষ্টাচারে পরম প্রীতিলাভ করিয়া ৭ই সেপ্টেম্বর বেলজিয়ম যাত্রা করেন। তথায় অবস্থিতি-কালে ছয়দিনমধ্যে মহারাণী ব্রাজেল ঘেণ্ট, ব্রসেলস ও আণ্টোয়ার্প নগর সন্দর্শন

করিয়া ২১ শে সেপ্টেম্বর তাঁহারা উইণ্ডসর প্রাসাদে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ২৯ শে জানুয়ারীতে প্রিন্স আলবার্টের পিতা কোবর্গ নগরে প্রাণত্যাগ করেন। এই হৃদ্বিদারিণী পিতৃবিয়োগ-বার্ত্তায় প্রিন্স মহাশয় অতিশয় কাতর হইয়াছিলেন। তিনি বড় পিতৃভক্ত ছিলেন, পিতাও তাঁহাকে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর জ্ঞান করিতেন। পিতৃবিয়োগবিধুর স্বামীর কাতরতাদর্শনে মহারাণীও সাতিশয় ব্যাকুলা হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের শোকাগ্নি কিয়দ্দিন ক্রমাগত প্রজ্বলিত হইতে থাকে। তাঁহারা নিয়ত অশ্রুবর্ষণ করিতেন। কুমার বলিতেন, তাঁহার এই ক্ষতি কিছুতেই পূরণ হইবার নহে। শোকসন্তাপিত অগ্রজ এবং বৃদ্ধা মাতামহী প্রভৃতি আত্মীয়গণকে সান্ত্বনা করিবার জন্ত তিনি ২৮ শে মার্চ্চ কোবর্গ যাত্রা করেন এবং কয়েক দিবস তথায় অতিবাহিত করিয়া ১১ ই এপ্রিলে উইণ্ডসরে প্রত্যাবৃত্ত হয়েন।

এই বৎসরে রাজদম্পতি স্কটলণ্ডে গিয়া কয়েক সপ্তাহ অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাহার পরে তাঁহারা জর্ম্মণিতে গমন করেন। বলা বাহুল্য যে, তাঁহারা জর্ম্মণিতে উপস্থিত হইয়া বিলক্ষণ সম্মানিত হইয়াছিলেন। জর্ম্মণিতে গিয়া প্রিন্স মহাশয় আপনার সহধর্ম্মিণীকে আপনার জন্মভূমি দেখাইবার জন্ত লইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহারা কোবর্গে পৌছিয়া আত্মীয়গণের সাক্ষাৎকারলাভে সুখের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেখানে তাঁহারা “রোমেনো” প্রাসাদে অবস্থিতি করিতেন। কয়েকদিনমাত্র তথায় বাস করিয়া তাঁহারা ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সুখের সংসার।

১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ৬ই আগষ্ট উইণ্ডসর প্রাসাদে মহারাণীর দ্বিতীয় পুত্র "ডিউক অফ এডিনবরা" জন্মগ্রহণ করেন। নামকরণকালে "অলফ্রেড আর্ণেষ্ট আল্‌বার্ট" নাম রাখা হয়।

জর্ম্মণি-ভ্রমণের পর তাঁহারা ওয়াইট দ্বীপের উপকূলবর্ত্তী রাজপ্রাসাদের অধিকার লাভ করিয়া বড় আনন্দিত হয়েন। এই স্থানটী প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডারস্বরূপ। যে একবার ইহার শোভা সন্দর্শন করিয়াছে, সে তাহার জীবনে কখন তাহা ভুলিতে পারিবে না। এই জন্য মহারাণী ও তাঁহার স্বামী এই স্থানটীতে থাকিতে বড় ভাল বাসিতেন।

১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের রাজনৈতিক গগনে একটী দিব্য-লাবণ্য-শোভিত জ্যোতিষ্কের অভ্যুদয় হয়। তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধি এবং অত্যাশ্চর্য্য বাগ্মিতা দর্শনে সকলেই স্তম্ভিত হয়েন। ইনি হিব্রুকুলসম্ভূত বেঞ্জামিন ডিস্‌রেলী। পরিণামে তিনি লর্ড মেলবরণের স্থলাভিষিক্ত হইয়া মহারাজ্ঞী এবং তাঁহার স্বামীর একমাত্র বন্ধুরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে মহারাণীর আর একটী কন্যারত্ন লাভ হয়। ইনি ১৮ই মার্চ তারিখে বকিংহাম প্রাসাদে ভূমিষ্ঠ হয়েন।

ইহাঁর নাম "লুইশ কেরলাইন আল্‌বার্টা"। এক্ষণে ইনি "লোর-ণের" মার্ক্‌ইস-সীমন্তিনী। এই বৎসর স্কটলণ্ডের পার্ব্বতীয় প্রদেশের হৃদয়বিরাজিত একটী রমণীয় ভূসম্পত্তি ক্রয় করা হয়। প্রিন্স আল্‌বার্ট ও মহারাণী এই ভূধরমালা-পরিশোভিত প্রদেশে জীবনের অধিকাংশ কাল অতিবাহিত করিতে ভাল বাসিতেন।

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে মহারাণীর জীবনের প্রতি আবার এক আক্রমণ হইয়াছিল। এক দিন তিনি আপনার পুত্র-কন্যা-গুলিকে লইয়া একটী অনাবৃত শকটে আরোহণ পূর্ব্বক কনষ্টি-টিউশন হিলের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময় "উই-লিয়ম হামিণ্টন" নামক জনৈক উন্মাদগ্রস্ত আয়রলণ্ডবাসী তাঁহার প্রতি গুলি নিক্ষেপ করে। তিনি ক্ষণেকের জন্যও ভীত বা বিচলিত হইলেন না, প্রত্যুত বিলক্ষণ সুধীর ভাবে পুত্র-কন্যাদিগের ভয় নিবারণ করিয়া শকটচালনার আজ্ঞা দিলেন। কৃপাময়ী এডওয়ার্ড-তনয়া এই অপরাধীর প্রতি সামান্য দণ্ডাজ্ঞা দিয়াই ক্ষান্ত হয়েন। এই সময়ে মিঃ বার্চ নামক জনৈক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী যুবকের উপর প্রিন্স অফ ওয়েল্‌সের বিদ্যাশিক্ষার ভার অর্পণ করা হয়।

মহারাণী আপনার পুত্র-কন্যাগুলিকে উপযুক্ত বিদ্যাশিক্ষা দিবার জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিতেন, এবং তাঁহাদিগের শিক্ষা-সম্বন্ধে স্বয়ং যত্ন লইতেন। তিনি তাঁহার কন্যার শিক্ষয়িত্রীকে বলিতেন যে "ঈশ্বরে এবং ধর্ম্মে যাহাতে তাঁহার অচলা ভক্তি থাকে এমন শিক্ষা দিবেন। স্বর্গীয় পিতা পৃথিবীস্থ সন্তান-সন্ততিগণকে তাঁহার প্রতি প্রীতি ও আত্মসমর্পণে যে উৎসাহ

দিয়া থাকেন, বালিকার মনে সেই প্রীতি ও আত্মদানানুভূতি থাকা নিতান্ত আবশ্যক" ইত্যাদি। এই সময়ে আমাদিগের মহারাণী স্কটলণ্ডবাসে সাতিশয় অনুরক্তা হইয়াছিলেন, এজন্য তিনি বৎসরের অধিক সময়ই তদ্দেশস্থ প্রসিদ্ধ 'ব্যালমোরেল' প্রাসাদে অবস্থিতি করিতেন। ব্যালমোরেলে অবস্থিতি-কালে মহারাণী সামান্যবিবিদের ন্যায় প্রচ্ছন্ন ভাবে আপনার স্কটলণ্ডীয় কৃষকদিগের বাড়ীতে বাড়ীতে বেড়াইতেন।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে প্রিন্স মহোদয়ের স্বাস্থ্য বড় ভাল ছিল না। কিন্তু সুবিখ্যাত "পৃথিবী-প্রদর্শনীর" কার্য্য এই সময়েই আরম্ভ হয়, এজন্য তাঁহাকে প্রাণপণে দিবারাত্রি পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। এই বৎসর ১লা মে মহারাজ্ঞীর তৃতীয় পুত্র "ডিউক অব কনট" কর্ম্মভূমি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েন। ডিউক অফ ওয়েলিংটনের জন্মদিনে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া রাজকুমারের নামের প্রথমাংশটী ওয়েলিংটনের নামানুসারে আর্থার, প্রুসিয়ার রাজকুমারের সম্মানার্থ তাঁহার নামানুসারে দ্বিতীয়াংশটী উইলিয়ম, এবং যখন মহারাণী আয়রলণ্ডে গমন করেন তখন একটী বৃদ্ধা রাজপুত্রদিগকে দেখিয়া আহ্লাদ করিয়া বলিয়াছিল "আপনি উহাদের একটীর নাম প্যাট্রিক রাখুন।" সেই বৃদ্ধার প্রার্থনাপূরণজন্য তৃতীয় রাজকুমারের নামের শেষাংটীতে "প্যাট্রিক" সংযোজিত করা হয়। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের ২৭ শে জুন মহারাণীর পিতৃব্য "ডিউক অফ কেম্ব্রিজ" পীড়িত হইয়াছিলেন। মহারাণী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন। তথা হইতে প্রত্যাগমনকালে "রবার্ট পেট" নামক জনৈক পাপাত্মা তাঁহার মস্তকে বেত্রাঘাত

করে। বিচারে এই দুর্বৃত্তের সপ্ত বৎসর দ্বীপান্তরবাসের আদেশ হয়।

১৮৫১ খৃষ্টাব্দের ১লা মে আরব্ধ প্রদর্শনী সাধারণের দর্শন জন্য প্রথম উদ্ঘাটিত হয়। এই অসামান্য প্রদর্শনী পাশ্চাত্য জগতের একটী অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা, মহারাজ্ঞীর রাজ্যকালের মহাগৌরবের কার্য্য এবং একটী অক্ষয়কীর্ত্তি। পৃথিবীর সমস্ত শিল্প ইহাতে সমাহৃত হইয়াছিল। এই প্রদর্শনীতে একটী বৃহৎ স্ফটিকগৃহ প্রস্তুত হইয়াছিল। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় অর্দ্ধ মাইল। এই অপূর্ব্ব শিল্প ইউরোপের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম। ইহার সর্ব্বাঙ্গসুন্দরত্ব দর্শন করিয়া সকলেই আশ্চর্য্য হইয়াছিল। ১৫ই অক্টোবরে এই প্রদর্শনীর কার্য্য শেষ হয়। সেই দিন অসংখ্য শিল্পী সুবর্ণ ও রৌপ্যপদক ও প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হয়েন।

ক্রমাগত শারীরিক ও মানসিক শ্রমজনিত ক্লান্তি প্রযুক্ত প্রিন্স মহাশয়ের সামান্য বিশ্রাম লওয়ার প্রয়োজন হইয়াছিল। এজন্য তিনি মহারাণীর সমভিব্যাহারে ইংলণ্ডের উপকূলবর্ত্তী কয়েকটী স্থান ভ্রমণ করিয়া বেলজিয়মে যাত্রা করেন এবং প্রায় দেড়মাসকাল অতিবাহিত করিয়া ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করেন। যখন মহারাণী ব্যালমোরেল প্রাসাদে অবস্থিতি করেন, তখন নীল্ড নামক একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যারেষ্টার তাঁহাকে আপনার বিপুল সম্পত্তি অর্পণ করিয়া পরলোক গমন করেন। ইহাতেই বুঝা যায়, মহারাণীর সম্ভ্রান্ত প্রজাগণ তাঁহাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন।

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের ৭ই এপ্রিল মহারাণীর চতুর্থ পুত্র "ডিউক

অফ আলবানী" বকিংহাম প্রাসাদে ভূমিষ্ঠ হয়েন। নামকরণ-কালে তাঁহার নাম জর্জ ডঙ্কাণ আল্‌বার্ট রাখা হয়। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারী মহারাণীর বার্ষিক-পরিণয়োৎসব-বাসরে উইণ্ডসর প্রাসাদে এক মনোজ্ঞ নাটকের অভিনয় হইয়াছিল। রাজকুমার ও রাজকুমারীগণ শীত গ্রীষ্ম বসন্তাদি ঋতুর বেশেই নাট্যাঙ্গনে উপস্থিত হইয়া অতিশয় সুন্দর অভিনয় করিয়াছিলেন। সমাগত সম্ভ্রান্ত দর্শকগণ দেখিয়া মুক্তকণ্ঠে তাঁহাদের প্রশংসা করেন। এই সময়ে মহারাণীর পরিবার-মধ্যে সুখ ও শান্তি নিয়ত বিরাজ করিত। স্বামী ও পুত্র-কন্যা-গণকে লইয়া এক্ষণে তিনি যার পর নাই সুখস্বচ্ছন্দে সময়াতিপাত করিতেন। নিয়মিত সময়ে রাজকার্য্য-নির্ব্বাহ, সকালে বৈকালে ভ্রমণ, বিবিধ-সদ্‌গ্রন্থ-পাঠ, সৎবিষয়ের আলোচনা করিয়াও পুত্র-কন্যাগুলিকে লইয়া নানাপ্রকার আমোদ আহ্লাদে তাঁহাদের স্ত্রীপুরুষের সময় কোন্ দিক্ দিয়া কেমন করিয়া চলিয়া যাইত। ঈশ্বর আমাদিগের মহারাণীকে এই সময়ে যেমন সুখে রাখিয়াছিলেন, সে সুখ জগতে সুদুর্লভ।

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে যখন মহারাণী আপনার প্রাসাদে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার পুত্র-কন্যাগণ "লোহিত জ্বরে" আক্রান্ত হইয়া বিলক্ষণ কষ্ট পাইয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে পীড়া অধিক দিন স্থায়ী হইতে পায় নাই, অতি অল্পদিনেই তাঁহারা স্বাস্থ্য লাভ করেন। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে মহারাণীর সহোদর কুমার লিনিঞ্জেনের পরলোকগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া মহারাণী যার পর নাই শোকাকুলা হয়েন। তাঁহাদের বৃদ্ধা মাতা ডচেস্ কেণ্ট মহোদয়া

পুত্রশোকে নিতান্ত অধীরা হইয়াছিলেন। তাহার পর বৎসর এপ্রিল মাসের চতুর্দ্দশ দিবসে বকিংহাম প্রাসাদে মহারাণী তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা "বিয়েট্রীশ মেরী ফিওডোরাকে" প্রসব করেন। এই বৎসর জুলাই মাসে প্রিন্স আল্‌বার্ট বেলজিয়ম-রাজদুহিতার পরিণয়োৎসবে বেলজিয়ম যাত্রা করেন। তথায় যাইবার পূর্ব্বে তিনি ভারতে সিপাহীবিদ্রোহের কথা শুনিয়া যান, এজন্য বিবাহান্তে যথা-সত্বর অস্‌বরণ প্রাসাদে আসিয়া মহারাণীর সহিত মিলিত হয়েন।

প্রিন্স আল্‌বার্ট যে ইংলণ্ডের জন্য আপনার সকল স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া তাহারি মঙ্গলের জন্য প্রাণপণ করিতেন, প্রকৃতিপুঞ্জের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য নিয়ত বদ্ধপরিকর থাকিতেন, তাহার পুরস্কারস্বরূপ এত দিনে ইংলণ্ডবাসী তাঁহাকে "প্রিন্স কন্‌সর্ট" এই সম্মানসূচক উপাধি প্রদান করেন। প্রিন্স মহাশয়কে উপযুক্ত উপাধি দিবার জন্য এত দিন নানা জনে নানা কথা কহিত, কিন্তু এত দিনে তাহার শুভফল প্রসূত হইল। এই বৎসরে ভারতের সিপাহীবিদ্রোহ মহারাণীর রাজ্যের একটী প্রধান ঘটনা। এই বিদ্রোহ উপলক্ষে অনেক ইংরেজ স্ত্রীপুত্রকন্যাগণ সহ অকালে প্রাণত্যাগ করেন, অনেক ভারতবাসীও হিংসাবৃত্তির প্রতিশোধস্বরূপ আপনাদের শোণিতে জননী জন্মভূমির পৃষ্ঠ প্লাবিত করে। এই দুর্ঘটনা রাজ্যের পক্ষে প্রভূত অমঙ্গলজনক, তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু প্রিন্স কন্‌সর্টের বিশেষ যত্নে অল্পদিন-মধ্যেই ভারতের সর্ব্বত্র শান্তি পুনঃ স্থাপিত হয়। সিপাহীবিদ্রোহ প্রশমিত হইলে ১৮৫৮খৃষ্টাব্দের ১লা নবেম্বর মহারাণী ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হস্ত হইতে ভারতের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন।

ইংলণ্ডেশ্বরী ভিক্টোরিয়া যে দিন ভারতের রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছেন সেই দিন হইতেই ভারতে সুখরাজ্য বলিতে হইবে। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর গবর্ণরদিগের অনেকেই ভারতরাজ্য-শাসনে প্রভূত পরিশ্রম দ্বারা রাজ্যবিস্তৃতি ও প্রজাগণের মঙ্গল-সাধন করিতে পারিয়াছিলেন বটে, কিন্তু মহারাণীর রাজ্যে যেরূপ সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল ও শান্তি বিরাজ করিতেছে, তাঁহাদিগের সময়ে সেরূপ হয় নাই। অনেকে বলিয়া থাকেন বটে, কোম্পানীর রাজ্যে ভারত সুখে ছিল, কিন্তু আমরা সর্ব্বতঃ সে কথা স্বীকার করিতে পারি না। সত্য বটে, মহারাণীর রাজ্য-ঘোষণার পর অনাবৃষ্টিনিবন্ধন পুনঃপুনঃ দুর্ভিক্ষের ভীষণতম মূর্ত্তি ভারতে দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, তাহার করালকবলে সহস্র সহস্র ভারতীয় প্রজার বিনাশ সাধিত হইয়াছে, মহামারীরূপ সাক্ষাৎ কৃতান্ত ভারতে অবতীর্ণ হইয়া লক্ষ লক্ষ প্রজা হানি করিয়াছে; কিন্তু সে সকল অত্যাপাত কালধর্ম্মসম্ভূত, তাহাদের উপর আধিপত্যবিস্তারের বা তাহাদের হস্ত হইতে একবারে অব্যাহতি পাইবার জন্য মনুষ্যের কোন ক্ষমতা নাই। সে সকল প্রজাবিড়ম্বন দৈবতঃ হইয়া থাকে। শুদ্ধ আমাদিগের দেশে নয়, পৃথিবীর সকল দেশে সকল সময়েই তদ্রূপ বিপৎপাত হইবার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। সেজন্য মহারাণীর রাজ্যের দোষ দিলে তাহাতে অধর্ম্ম আছে। যে সময়ে আর্য্য রাজগণ ভারতের রাজদণ্ড পরিচালন করিতেন, সে সময়েও প্রজাদিগের মধ্যে অন্নকষ্ট এবং মহামারীর কথা পুরাণাদিগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়।

মহারাণী আমাদের ভারত রাজ্যেশ্বরী হইবার অব্যবহিত

পরেই ভারতীয় অভিনব দণ্ডবিধি প্রণীত হয়, এবং প্রজাদিগের ধন-মান-প্রাণ-রক্ষার জন্য নূতন পুলিশের সৃষ্টি হয়। তাহার জন্য প্রভূত অর্থব্যয় স্বীকার করা হইতেছে। ডাকবিভাগের অনেকগুলি সুব্যবস্থা সংস্থাপিত হয়, কারানিয়মের সংস্কার হয়, নগর ও উপনগর সমূহে মিউনিসিপালিটীর পত্তন হয়, সাধারণ প্রজার বিদ্যাশিক্ষার উন্নতির আয়োজন হয়, দেশমধ্যে রেলওয়ে-বিস্তৃতি হয়, চোর ডাকাইতের ভয় ক্রমে ক্রমে হ্রাস হইয়া আইসে। এইরূপে নানাপ্রকারে প্রজার সুবিধা ঘটিয়াছে। স্বীকার করি, পূর্ব্বাপেক্ষা ভারতীয় প্রজার ধনহীনতা জন্মিয়াছে, কিন্তু সেজন্য মহারাণীর রাজ্যশাসনের দোষ দেওয়া যায় না। সে আমাদিগের নিয়তির দোষ। দীর্ঘকালব্যাপী মহামারীতে প্রজাসংখ্যা-হ্রাস, কৃষিকার্য্যের অবনিতি, প্রকৃতিপুঞ্জের শারীরিক দৌর্ব্বল্যনিবন্ধন পূর্ব্বাপেক্ষা শ্রমবিমুখতা, মারীভয়ের সময়ে কতিপয় বৎসর উপযুক্তরূপে ভূমিকর্ষণাভাবে ভূমির উর্ব্বরতা-শক্তির হ্রাস, সাধারণ-প্রজামধ্যে বিলাসপ্রিয়তাদি দোষ এই অনিষ্টের কারণ। যাহা হউক, ভাল করিয়া বিবেচনা করিলে মহারাণীর রাজ্য সুখের বই দুঃখের নয়। মুসলমান রাজা-দিগের সময়ে এরূপ দুর্ভিক্ষ ও মারীভয় উপস্থিত হইলে ভারতের দুর্দ্দশা যে কতদূর শোচনীয় হইত তাহা বুদ্ধি ও কল্পনাতেও আইসে না। সে সময়ে সহজেই অরাজকতা, তাহার উপর দৈবনিগ্রহে সোণার ভারত অরণ্যময় হইত। ভারতের প্রত্যেক নগর, প্রত্যেক পল্লী প্রাচীন গৌড়ের দশা লাভ করিত। মহারাণীর শাসনে দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর যথেষ্ট প্রতিকার পাইয়া আমরা জীবনরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছি। তাহা না হইলে,

ভারতীয় আর্য্যের পরিচয় দিতে জনপ্রাণীও ভারতে থাকিত কি না সন্দেহ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বৈধব্য।

প্রিন্স মহাশয়ের শারীরিক স্বাস্থ্য আজি কালি খুব ভাল ছিল না। তাঁহার শরীর কখন ভাল কখন মন্দ এইরূপে থাকিত। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের শরৎ ঋতুতে মহারাণী তাঁহার স্বামী ও কুমারী এলিনাকে লইয়া জর্ম্মণি যাত্রা করেন। জর্ম্মণিতে গিয়া মহারাজ্ঞী তাঁহার অভিনব দৌহিত্রের বদন-চন্দ্রমা দর্শন করিয়া আনন্দের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। এই সময়ে কোবর্গ নগরে প্রিন্স আলবার্টের এক দৈবদুর্ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল; এমন কি তাহাতেই তাঁহার জীবন নষ্ট হইবার সম্ভাবনা ছিল। তিনি একদিন একাকী শকটারোহণে মাতৃভূমিতে বিচরণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে অশ্বগণ হঠাৎ ভয় পাইয়া দ্রুত দৌড়িতে দৌড়িতে রেলওয়ে শকটে প্রহত হইবার উপক্রম হইলে প্রিন্স লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক ভূতলে পতিত হয়েন। তাহাতে তাঁহাকে গুরুতর আঘাত লাগিয়াছিল; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার জীবনে কোন বিঘ্ন ঘটে নাই। এই যাত্রায় "হেশিরাজকুমার লুইশের" সহিত কুমারী এলিশের প্রণয়সঞ্চার হয়। তদুপলক্ষে তাঁহারা ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করেন। এইসময়ে মহারাণীর জননী ডচেস্ কেণ্ট মহোদয়ার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। এ যাত্রা

তাঁহার জীবনরক্ষা সুকঠিন বোধ হইল। এই সংবাদ প্রাপ্তি-মাত্র মহারাণী ও প্রিন্স উভয়ে "ফ্রগমোর" যাত্রা করিলেন। তথায় পৌঁছিয়া তাঁহারা তাঁহাকে যেরূপ দেখিলেন তাহা নিতান্ত নৈরাশ্যজনক। ডচেশ্ মহোদয়া কন্যার আগমনবার্ত্তা-শ্রবণে চক্ষুরুন্মীলিত করিলেন, কিন্তু তাঁহার বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইল না। তিনি তাঁহার যে কনিষ্ঠা দৌহিত্রীটীকে দেখিয়া সর্ব্বদাই মধুর হাস্য করিতেন, তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। ১৬ই মার্চ্চ তাঁহার প্রাণ-পক্ষী পাঞ্চভৌতিক পিঞ্জর ভগ্ন করিয়া কন্যা জামাতা দৌহিত্রাদি পূর্ণ পরিবারবর্গকে শোক-সন্তপ্ত করতঃ ইহলোক হইতে প্রস্থান করিল।

আজি মহারাণীর বিষম শোক ও দারুণ দুঃখের দিন! যে জননী বাল্যাবধি তাঁহার একমাত্র অবলম্বন, যাঁহার গুণে তিনি দুর্ব্বহ-রাজ্যভার-বহনে সমর্থা হইয়াছিলেন, তাঁহার মনের মহত্ব, প্রচুর শ্রমশীলতা ও কর্ত্তব্য-কর্ম্ম-পরায়ণতাদি সদ্‌গুণ সমুদায়ের যিনি একমাত্র জনয়িত্রী সেই মাতৃরত্নে আজি তিনি বঞ্চিতা হইলেন। সমস্ত সংসার তাঁহার চক্ষে অন্ধকারবৎ বোধ হইতে লাগিল। মাতৃবিয়োগবিধুরা মহারাজ্ঞী কিয়দ্দি-নের জন্য প্রিন্স কনসর্টের উপর রাজকার্য্যনির্ব্বাহের ভারার্পণ করিলেন। মাতৃশোকে তাঁহার মন যে নিতান্তই অধীর হইয়া-ছিল একথা বলা বাহুল্য। আগষ্ট মাসে তিনি আপনার স্বামী ও পুত্র-কন্যা কয়েকটীকে লইয়া আয়রলণ্ডে যাত্রা করেন এবং দেশভ্রমণান্তে ব্যালমোরেল প্রাসাদে প্রত্যাগতা হয়েন। দুই মাস কাল তথায় অবস্থিতি করিয়া তাঁহারা অক্টোবর মাসের দ্বাবিংশ দিবসে উইণ্ডসরে আগমন করেন। এই স্থানে

থাকিয়াই তিনি পটু´গালের রাজার মৃত্যুসংবাদে অতিশয় মনঃপীড়া বোধ করেন। পটু´গালরাজ অতি অল্পবয়স্ক যুবা এবং প্রিন্সের পরম প্রিয়পাত্র ছিলেন।

তাঁহার মৃত্যুসংবাদে প্রিন্স মহাশয়ের মনে এক ভীতিজনক ভাবের আবির্ভাব হয়। সেই চিন্তা তাঁহার মনে নিরন্তর জাগরূক থাকায় তৎসূত্রে তাঁহার উদরের পীড়া জন্মে। শান্তিদায়িনী নিদ্রা উপর্য্যুপরি পঞ্চদশ দিবস তাঁহার নয়নযুগল নিমীলিত করে নাই। তাহাতেই তাঁহার পীড়া সাংঘাতিক হইয়া উঠিল। এই অবস্থাতেও তিনি মুহূর্ত্তের জন্ম হিতব্রত-প্রতিপালনে পরাঙ্‌মুখ ছিলেন না, এবং আপনার ভাবী মৃত্যু নিকট জানিয়া জীবনের প্রতি ততটা মমতা করিতেন না। পীড়ার কিছু দিন পূর্ব্বে তিনি মহারাণীকে বলিয়াছিলেন "আমি আপনি জীবনের মায়ায় বদ্ধ নহি, কারণ তাহাতে কোন ফলই দেখি না। যদি আমি জানিতে পারি যে, যাহাদিগকে ভাল বাসি তাহারা স্বচ্ছন্দে আছে তাহা হইলে অদ্যই মরিতে পরি।" মৃত্যু যে একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার তাহা তাঁহার ধারণাই ছিল না। তিনি বলিতেন "মৃত্যু পরলোকের যবনিকাস্বরূপ।" ২৮শে নবেম্বর তাঁহার পীড়া বৃদ্ধি হয়। সেই দিন ট্রেণ্টনামক একখানি বাষ্পীয় পোত "হাভেনা" হইতে ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিলে সর্ব্বত্র প্রচার হয় যে পথিমধ্যে "কামিণ্টো" নামক একখানি রণতরীর অধ্যক্ষ অকারণ সূত্রে উক্ত বাষ্পীয় তরীর উপর গোলা বর্ষণ করেন ও কয়েক জন আরোহীকে বলপূর্ব্বক বন্দী করিয়া লইয়া যান। এই সংবাদে সমস্ত ব্রিটনভূমি কম্পিত হইয়া উঠে, সমস্ত ইংরাজজাতি আপনাদিগকে অপমানিত বোধ করেন,

মন্ত্রিসমাজ এতদূর ক্রুদ্ধ হয়েন যে অবিলম্বেই সমরঘোষণার উদ্যোগ করিয়া আট-হাজার সৈন্য "ক্যানেডায়" প্রেরণ করেন। তদ্বিষয়ক সমস্ত কাগজপত্র মহারাণীর নিকট উপস্থিত হইলে প্রিন্স কনসর্ট অসুস্থদেহে আমেরিকান গবর্ণমেণ্টকে যে মন্তব্য লিখিয়া দেন, তৎপ্রাপ্তিমাত্র তাঁহারা ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সমস্ত ক্ষতি পূরণ করিতে স্বীকৃত হয়েন। ইহাতেই প্রিন্‌স কনসর্টের রাজনীতিজ্ঞতার প্রগাঢ় পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

দিনে দিনে তাঁহার পীড়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; জ্বর ও কাশাদি ক্ষয়রোগে তাঁহার দেহ জীর্ণ শীর্ণ হইয়া উঠিল। ক্রমাগত পঞ্চদশদিবস অনবরত অসহ্য-যন্ত্রণা-ভোগে তদীয় জীবনাশা অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া আসিল। এই দুঃখময় সময়ের মধ্যেও মহারাণীর প্রতি তাঁহার স্নেহ বড়ই চিত্তস্পর্শী বলিয়া বোধ হইয়াছিল। রোগজনিত অর্দ্ধস্তিমিত চৈতন্যেও প্রলাপবাক্য-মধ্যে তাঁহার সহধর্ম্মিণীর প্রতি ভালবাসার কথা শুনিতে পাওয়া গিয়াছিল। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ১৪ই ডিসেম্বর রজনীযোগে সর্ব্বজনপ্রিয়, সদাত্মা, আমাদিগের মহারাণীর সুনির্ম্মল হৃদয়াকাশের সুখরবি প্রিন্‌স কনসর্ট মহাশয় অস্তাচল-চূড়াবলম্বী হইলেন। ইংলণ্ডের রাজপ্রাসাদ বিষাদময়, রাজপরিবার বিষণ্ণ ও শোকাকুল, সকলেরই মুখমণ্ডল দুঃখকরাবমর্ষিত। ব্রিটেন-ভূমি হাহাকাররবে পূর্ণ, প্রকৃতিকুল গভীর-শোক-জলধি-বিনিক্ষিপ্ত; তাঁহাদের একমাত্র হিতৈচ্ছু, সুখ-দুঃখের একমাত্র আশ্রয় প্রিন্‌স কনসর্ট আজি এই কর্ম্মভূমিতে আর নাই। তাঁহার গভীর প্রশান্ত মূর্ত্তি আর কেহ দেখিতে পাইবেন না,

প্রেমময় মধুর সম্ভাষণ আর কেহ শুনিতে পাইবেন না, সাধারণের হিতের জন্য আর তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইবে না, অনাথ দীন-দরিদ্রগণ আর তাঁহার নিকটে যাইতে চাহিবে না, ইহলোকের সুখ দুঃখ, হাসি কান্না সকলই ফুরাইল।

২৩শে ডিসেম্বর ইংলণ্ডের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ কর্তৃক তাঁহার শব উইণ্ডসর প্রাসাদ হইতে সেণ্টজর্জ ধর্ম্মালয়ের সমাধিক্ষেত্রে রক্ষিত হয়। অনন্তর ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ১৮ই ডিসেম্বর "ফ্গমোর উদ্যানে সমাধিমন্দির নির্ম্মিত হইলেই তথায় নীত হইয়া ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ২৬শে নবেম্বর প্রাতে ৭ টার সময় রমণীয়-মার্ব্বল-প্রস্তর-নির্ম্মিত-শবাধারমধ্যে সমাহিত হয়।

নবম পরিচ্ছেদ।

ভারতসম্রাজ্ঞী।

এই দারুণ দুর্ঘটনার পর মহারাণী যে রজনীতে প্রথম নিদ্রা যান, সেই রাত্রির অবসানে নিষ্ঠুর প্রভাত কিরণ যখন তাঁহার বৈধব্যস্মৃতিকে জাগ্রত করে, তখন তিনি বলিয়াছিলেন যে,—"এখন আমাকে "ভিক্টোরিয়া' বলিয়া ডাকিবার আর কেহ আমার নিকটে নাই।" তাহার পর তিনি শোকাবেগসংবরণ ও তাহার স্মৃতি এককালে চিত্তক্ষেত্র হইতে মুছিয়া ফেলিবার জন্য অধিকতর যত্নের সহিত রাজকার্য্যে অভিনিবিষ্টা হইলেন। মাতৃবিয়োগের পর অপেক্ষা তাঁহাকে অধিক সংযত দেখিয়া

তাঁহার কোন আত্মীয় বন্ধু সন্তোষ প্রকাশ করায় তিনি বলিয়াছিলেন,—"ঈশ্বর আমাকে যখন যে অবস্থায় রাখিবেন, তখন সেই অবস্থাই সহ্য করিতে হইবে।"

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভেই ৮ই জানুয়ারী দিবসে মহারাজ্ঞী পৌত্রমুখ-দর্শনে এক নূতন সুখ লাভ করিয়াছিলেন। এ দিন আমাদের যুবরাজ প্রিন্স অফ ওয়েল্সের জ্যেষ্ঠ পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়েন। স্বামিবিয়োগের পর ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে মহারাণী মহাসভা পার্লেমেণ্টে প্রথম দর্শন দেন। জীবনের মধুর বসন্তে তিনি প্রিন্স আল্বার্টের পরিণীতা হইয়া তদবধি স্বামীকে আপন পার্শ্বে লইয়া যে রাজ-সিংহাসনে উপবিষ্টা হইতেন, আজি সেই আসন শূন্য! তাঁহার হৃদয়াসনও শূন্য! এ বিষয় চিন্তা করিতেও প্রাণ শুকাইয়া যায়। মহারাণীর বৈধব্যদশা-প্রাপ্তির পর বিংশতি বর্ষের সহচরী লেডী ব্লমফিণ্ড তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া দেখিয়াছিলেন, মহারাজ্ঞীর ভয়ানক শারীরিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। তিনি হৃদয়ে দারুণ আহত, কিন্তু সর্ব্বদাই হসিতাননা; এমন কি, তাঁহার গণ্ডস্থলে যখন অশ্রুপাত হইতেছিল, তখনও তিনি হাসিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। মহারাণীর এই অবস্থার একখানি চিত্রপট প্রস্তুত হয়। চিত্রপটের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমস্তই পূর্ব্ববৎ ছিল; কিন্তু মুখখানি দেখিলেই বোধ হয় যেন বিষাদমাখান। প্রিন্স কনসর্ট মহাশয়ের পরলোক-প্রাপ্তির পর তাঁহার পার্থিব বিষয়-বিভব, আহারবিহার, বিলাস কিছুতেই মনের শান্তি খুঁজিয়া পান না।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর মহারাণীর পরম হিতৈষী মাতুল বেলজিয়মাধিপতি রাজা লিওপোল্ড ইহলোক হইতে

প্রস্থান করেন। উপর্য্যুপরি তিনটী শোক মহারাণীর হৃদয়ে আঘাত প্রদান করিয়াছিল। এক্ষণে তাঁহার পরম হিতৈষী আত্মীয়গণের মধ্যে প্রায় সকলেই একে একে অন্তর্হিত হইলেন। এই সময়ে আমাদের মহারাণী কিয়দ্দিনের জন্য ইউরোপের নানাস্থানে ভ্রমণ করেন।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র যুবরাজ প্রিন্স অফ ওয়েলস ভারত-ভ্রমণে আগমন করেন। তাঁহার শুভাগমনে সমস্ত ভারতবাসী একত্র মিলিত একজীব একপ্রাণ হইয়া অভ্যর্থনার জন্য মহা আড়ম্বরে আমাদের রাজভক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে সভা সংস্থাপিত করিয়া প্রিন্স মহাশয়কে রাশি রাশি অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন। আনন্দোৎসবের অনুষ্ঠানে আবাল বৃদ্ধ যুবা মত্ত হইয়া উঠে। কলিকাতা, মান্দ্রাজ, বম্বে, এলাহাবাদ তিনি যেখানে যখন গিয়াছিলেন, সেই খানেই লক্ষ লক্ষ লোক তাঁহাকে দেখিবার এবং হৃদয়ের প্রীতি-ভক্তি প্রদর্শন করিবার জন্য দেশীয় রাজা, জমিদার, ধনী, দরিদ্র সকলেই সমান আগ্রহ সহকারে আহার-নিদ্রা পরিহার করিয়াছিলেন। মহানগরী নিশাকালে অনন্ত আলোকমালায় সুসজ্জীভূত হইয়া নক্ষত্রময় গগনের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়াছিল। সে বড় অধিক দিনের কথা নয়; পাঠকবর্গের চিত্তপট হইতে বোধ হয় সে সকল চিত্র এখনও অপহৃত হয় নাই।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী হিন্দুরাজগণের প্রাচীন রাজধানী দিল্লি নগরে বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা, বোম্বাই, মান্দ্রাজ, কাশ্মীর, রাজপুতনা, পঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশের রাজা, মহারাজ,

সর্দ্দার এবং দেশীয় উচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ নিমন্ত্রিত হইয়া বহুকালের পর এক অত্যাশ্চর্য্য সম্বন্ধসূত্রে সম্মিলিত হইলেন। যে চন্দ্র-সূর্য্য-বংশের নামে ত্রিভুবন কম্পিত, দিক্‌পালগণ শঙ্কিত হইত, তাঁহাদের বংশধরগণ, পবিত্র-পঞ্চনদ-করগ্রাহী সর্দ্দারগণ, হাইদরাবাদের নিজাম, হোলকার, সিন্ধিয়া, গুইকুমার প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায়গণ সভাস্থলে সমবেত হয়েন। আমাদিগের মহারাজ্ঞীর প্রতিনিধি গবর্ণর জেনেরল লর্ড লিটন বাহাদুর যে দিন ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার ভারতে একেশ্বরীত্ব ঘোষণা করেন, মহারাণী সেই দিন হইতে ভারত সম্রাজ্যের সম্রাজ্ঞী হইয়াছেন।

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ তাঁহার পক্ষে অতিশয় দুর্বৎসর। এবৎসর তিনি একটী নিদারুণ শোক প্রাপ্ত হয়েন। সংসারে যতপ্রকার শোক আছে তন্মধ্যে অপত্যশোকের মত শোক আর নাই। মহারাণীর দ্বিতীয়া কন্যা "এলিশ" অকালে কালকবলিতা হয়েন। কন্যা-শোক-সন্তপ্তা মহারাণী অচিরে শারীরিক অসুস্থতা অনুভব করেন। জীবের জীবন নিরবচ্ছিন্ন সুখের বা নিরবচ্ছিন্ন দুঃখের নহে। শরীরীর উপর সংসারের সুখ-দুঃখ চক্রাবর্ত্তের ন্যায় ঘুরিতেছে। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে মহারাণী আর একটী হৃদয়রত্ন হারাইয়েন। ইনি তাঁহার চতুর্থ পুত্র 'ডিউক অফ আলবানি"। এই দুর্ব্বিপাকের কথা পৃথিবীমধ্যে যাঁহার শ্রুতি স্পর্শ করিয়াছিল, তিনিই অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার ভক্তিমান প্রজা, আমাদের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, আমরা তাঁহার সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী; তিনি আমাদিগের পালয়িত্রী, রক্ষয়িত্রী ও কল্যাণাকাঙ্ক্ষিণী বলিয়া নহে; এই বিস্তীর্ণ ভূমণ্ড

শের যে কেহ তাঁহার বিষয় অবগত আছেন, যিনি তাঁহার সদ্‌গুণের পরিচয় পাইয়াছেন, তিনিই তাঁহার পক্ষপাতী হইয়াছেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

জুবিলী।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে মহারাণীর কনিষ্ঠা কন্যা বিয়েট্রিশের শুভ-পরিণয়ক্রিয়া সমাধা হয়। এই বিবাহ উপলক্ষে যথাবিহিত সমারোহ হইয়াছিল। তাহার পর বৎসর অর্থাৎ ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী ব্রহ্মদেশ-বিজয় মহারাণীর একটী প্রধান ঘটনা। অবোধ ব্রহ্মবাসিগণ ইংরেজ-ভুজবলের প্রভূত পরিচয় অবগত নহে, তাই আজিও মহারাণীর ন্যায় দয়াবতী রাজ্ঞীর আশ্রয়-গ্রহণে অবাধ্যতা প্রকাশ করিতেছে। মহারাণী প্রজাগণকে আপন অপত্যবৎ জ্ঞান করিয়া থাকেন, সেই জন্যই ব্রহ্মবাসিগণের অবাধ্যতার প্রতিশোধ দিবার জন্য অদ্যাবধি কোন কঠোর আজ্ঞা প্রচার করেন নাই; যাহাতে প্রজাহানি ব্যতীত ব্রহ্মে শান্তি স্থাপিত হয়, তাহারই জন্য শাসনকর্ত্তাকে উপদেশ দিতেছেন। বর্ত্তমান রাজপ্রতিনিধি লর্ড ডফরিণও আন্তরিক তদ্রূপ চেষ্টাই করিতেছেন।

আজি ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দ। আগামী ২০শে জুন দিবসে মহারাণীর রাজত্বকাল পঞ্চাশ বৎসরে পূর্ণ হইবে। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, তিনি

আমাদিগের ভারতেশ্বরীর জীবন দীর্ঘ হইতেও দীর্ঘতর এবং তাঁহার প্রাসাদকে চিরসুখ ও চিরশান্তির আশ্রয়ভূত করেন। তাই ভারতবাসী ধনী, দরিদ্র, বালক, বৃদ্ধ, যুবা আইস, সকলে মিলিয়া আজি আমরা মহারাণীর পঞ্চাশ বৎসর রাজ্যকাল পূর্ণ হওয়ায় ঈশ্বরের নিকট মহারাণীর এবং তাঁহার প্রিয়পুত্র, আমাদের ভাবী রাজা প্রিন্স অফ ওয়েলস ও রাজপরিবারস্থ সকলের মঙ্গলকামনায় প্রার্থনা করি। আইস ভাই শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর গাণপত্যাদি হিন্দুসম্প্রদায়, আইস ভাই ব্রাহ্ম খৃষ্টান, হিন্দু মুসলমান, বৌদ্ধ শীক একত্র হইয়া মহারাণীর কল্যাণ কামনা করি। আইস ভাই, সকলে আমরা সাম্প্রদায়িক ভাব বিস্মৃত হই। ভাই আমরা ভারতবাসী মাতৃহীন। ১২০০ খৃষ্টাব্দ হইতে আমরা ভারতমাতার মৃতদেহ বক্ষে ধরিয়া সার্দ্ধ ছয়শত বৎসর কাঁদিতেছি। এখন যিনি আমাদিগকে মাতৃহীন, দুর্দ্দশাপন্ন অপোগণ্ড নিরাশ্রয় সন্তানবোধে আপন অঙ্কে আশ্রয় দিয়া লালনপালন করিতেছেন, তাঁহার জন্য আমরা ঊর্দ্ধবাহু হইয়া কায়মনোবাক্যে সেই সকল-লোক-পালক, সেই বিশ্বস্রষ্টা ভগবানকে প্রার্থনা করি। আমরা ভারতীয় আর্যসন্তান; আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ সহস্র সহস্র বৎসর তপস্যা করিয়া ঈশ্বরের প্রত্যক্ষতা-লাভ ও অভীপ্সিত-কার্য্য-সাধনে কৃতার্থ-লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া শুনিতে পাই। আমরা সিদ্ধবংশ। সম্পূর্ণ ক্রিয়াকাণ্ড-বিহীন হইলেও সিদ্ধবংশের গুণে আমরা অসাধ্যসাধন করিতে পারিব। আইস ভাই সকলে প্রার্থনা করি, ভগবান্ আমাদের মহারাণীকে সুদীর্ঘ-জীবন-দান ও তাঁহার রাজনিকেতনকে চিরশান্তির আশ্রয়ভূমি করুন।

ভাই, আমাদের মহারাণীর দয়াগুণের সীমা নাই। তাঁহার ন্যায় প্রজাহিতাকাঙ্ক্ষিণী রাজললনা পৃথিবীর মধ্যে কোথাও পাও নাই, পাইবেও না। তাঁহার গুণের কথা কত বলিব, অনন্ত-কাল বলিলেও শেষ হয় না। এক দিন তিনি শুনিলেন, একটী অসহায়া কামিনী ইহ সংসার ছাড়িয়া যাইতেছেন, এমন কেহ নাই যে তাঁহার লোকান্তরগামী আত্মাকে দুইটা ধর্ম্মের কথা শুনাইয়া ইহ লোকের পাপ-তাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া দেয়। মহারাণী স্বয়ং সেই মুমূর্ষু রমণীর নিকটস্থা হইয়া বাইবেল পাঠ করিয়া তাঁহাকে শুনান।

কোন সময়ে তিনি গাড়ী করিয়া যাইতে যাইতে দেখিতে পান, এক জন ভারবাহী ভার-বহনে শ্রান্ত হইয়া সঘন শ্বাসক্ষেপ করিতেছে। দেখিয়া তাঁহার দয়া হয়। তৎক্ষণাৎ তিনি গাড়ী থামাইয়া ভারবাহীকে আপন গাড়ীতে লইয়া তাহার অভিপ্রেত স্থানে পৌঁছাইয়া দেন।

এক বার তিনি স্বামীর সহিত বেড়াইতে বাহির হইয়া অস-বরণের এক জন ডাক-হরকরার নিকট হইতে কিয়ৎ কালের জন্য একটী ছাতা লয়েন এবং ছাতা ফেরত আনিবার জন্য তাহাকে প্রাসাদে যাইতে বলেন। হরকরা ছাতা লইতে আসিলে তিনি তাহাকে ৫০ টী টাকা পুরস্কার দেন।

আর এক বার তিনি একটী দাতব্য-চিকিৎসালয়ে উপস্থিত হইয়া দুইটী বালককে অযত্নরক্ষিত ভূতলে পতিত দেখেন। দেখিবামাত্র হাঁসপাতালের চাকরদিগকে কিছু না বলিয়া তিনি স্বয়ং বালক দুইটীকে তুলিয়া তাহাদিগের গাত্রের ময়লা পরি-ষ্কার করিয়া দেন এবং তাহাদের সেবা-শুশ্রূষা করেন।

বড় অধিক দিনের কথা নয়, গত বৎসর লণ্ডনের শিল্প-প্রদর্শনীতে আমাদের দেশের যে সকল শিল্পী আপনাদের শিল্প-জাত লইয়া তথায় গমন করেন, মহারাণী তাঁহাদিগকে আপন প্রাসাদে নিমন্ত্রণ করিয়া কেমন মহত্ত্বের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহাদের একজন পথিমধ্যে কালগ্রাসে পতিত হইবার সংবাদ পাইয়া তিনি কত দুঃখ করিয়াছেন ও তাঁহার পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা দিয়া কেমন অনুগ্রহপূর্ণ পত্র লিখিয়াছেন।

ভাই সকল, আমরা এখন দয়াবতী মহারাণীর রাজ্যে কত সুখে আছি! তোমরা ভারতবাসী, চিরকাল রাজভক্তি ও কৃত-জ্ঞতার জন্য পৃথিবীতে বিখ্যাত। আইস ভাই, আমরা আজি পূর্ণানন্দে মত্ত হইয়া আপনাদের কর্ত্তব্যকার্য্যে অগ্রসর হই! আইস, আমরা জুবিলীর দিন আপনাপন পর্ণ-কুটীর হইতে রাজপ্রাসাদ সকল পল্লব, পত্র, পুষ্প ও আলোকমালায় বিভূষিত করি। আইস, আমরা গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, বাড়ীতে বাড়ীতে, পথে, ঘাটে, মাঠে মহারাণীর মঙ্গলের জন্য ঈশ্বরের নাম সঙ্কীর্ত্তন করি। এই মহান্ উৎসবে ভাই ভারতবাসি! তোমরা কেহই নীরব থাকিও না। সকলেই সে দিন আকাশ বিদীর্ণ করিয়া আনন্দের রোল তুলিয়া হিমাদ্রি হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত

"ঈশ্বর মহারাণীকে রক্ষা কর।"

এই শব্দে প্রতিধ্বনিত কর।

সম্পূর্ণ।